ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 November 2022 ■ আগরতলা ১৭ নভেম্বর, ২০২২ ইং ■ ৩০ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কল্যাণে সরকার দরাজ হাতে কাজ করছে

প্রেস ডে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠানেই রাজ্যের সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে দরাজ হাতে একের পর এক ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। তিনি আশ্বস্থ করেছেন সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে দেশের কল্যাণ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়ার জন্য। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কল্যাণই রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এদিকে, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কল্যাণ অগ্রাধিকারের বিষয় বলে দাবি করেছেন।

সংবাদমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সমাজে সংবাদমাধ্যমের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় প্রেস দিবস- ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। যেসমস্ত সাংবাদিক এখন আমাদের মধ্যে নেই তাদের আজ স্মরণ করার দিন। তাদের ভাল দিকগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তবেই সমাজ এবং দেশ উপকৃত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সংবাদ বান্ধব। সংবাদমাধ্যমের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সরকার স্বচ্ছতার নীতি নিয়ে চলছে। শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রেখে সবাইকে নিয়ে বর্তমান সরকার চলতে চায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের পক্ষ থেকে একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এরকম সংবাদ বেশী করে পরিবেশন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেকেই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিজেদের মতামতকে বেশী করে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এধরণের প্রবণতা অব্যাহত থাকলে এবং প্রকৃত সংবাদ উঠে না এলে আমার ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর লক্ষ্যে পৌঁছানো কষ্টকর হয়ে পড়বে।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের কিভাবে আরও ভাল রাখা যায়, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করা যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বেশীসংখ্যক সাংবাদিক যাতে এই বীমার আওতায় আসতে পারেন সেজন্য অ্যাক্রিডিটেশান প্রাপ্ত সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সংবাদ বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকার সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যম এবং এর সঙ্গে যুক্তরা যাতে উপকৃত হন সেই জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

শান্তিরবাজারে নিজের বাড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে দেওয়ার জন্য মাকে খুঁজতে গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেল ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া। ঘটনা শান্তির বাজার বেতাগা ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুকান্ত দেবনাথের সহধর্মীনি প্রিয়ঙ্কা দেবনাথের মৃতদেহ বুধবার পরিত্যক্ত একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়।

পরিবারের লোকজন খবর দেয় শান্তির বাজার থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে নিয়ে যায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়শা। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা করছে প্রিয়ঙ্কা দেবনাথ আত্মহত্যার করেছে।

ময়না তদন্তের পর উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দাবি উঠেছে সুষ্ঠু তদন্তের।

কাঞ্চনমালায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছাত্রীকে অপহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রী অপহৃত। ঘটনা গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায়। অভিযোগের তীর বীরচন্দ্র মনুর সমীরণ দেবনাথ নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। জানা যায় গত ১ লা নভেম্বর গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা এলাকায় একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী যুবকের দ্বারা অপহরণের শিকার হয়।

সেদিন ছাত্রীটি বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সমীরণ দেবনাথ ওরফে সুমন নামে এক যুবক জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। নাবালিকা মেয়েটির পরিবারের লোকজন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোন খোঁজ না পেয়ে অবশেষে আমতলী থানায় গিয়ে পুলিশকে এই বিষয়ে অভিযোগ জানায়। কিছুদিন পর নাবালিকা মেয়েটির পরিবার জানতে পারে যে সমীরণ দেবনাথ উরফে সুমন নামে এক যুবক নাবালিকা মেয়েটিকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

তারা আরো জানতে পারে অপহরণকারী যুবকের বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্র মনু চৌমুহনি বাজার সংলগ্ন রেল কলোনি এলাকায়। সেখান থেকেই অপহরণকারী এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিমত সকলের। ছাত্রী অপহরণ হয়েছে সেই খবর শুনা মাত্রই মেয়েটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত স্কুলে শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে এক শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত হয়ে বহির্রাজ্যে চিকিৎসাধীন এক ছাত্র। এমনটাই অভিযোগ তুলে এন এস ইউ আই পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাছে।অন্যতম বনেদি স্কুল উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

গত ২১ অক্টোবর স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র অনুরাগ রায়কে গৌতম রুদ্রপাল নামে এক শিক্ষকের মারে গুরুতর আহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বর্তমানে ছাত্রটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার পৃথক স্থানে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ নভেম্বর।। অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনা বুধবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলং বাড়ি খাদ্য গুদাম সংলগ্ন এলাকায়। মৃত দেহের পাশ থেকে পুলিশ ড্রাগস সেবনের কাজে ব্যাবহৃত সিরিঞ্জ উদ্ধার করেছে। ড্রাগসের গ্রাসে যে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে যুবসমাজ তা আবারো প্রমাণিত।

জানা যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলং বাড়ি খাদ্য গুদাম সংলগ্ন খোয়াই নদীর পাশে এক ৩০ থেকে ৩৫ বয়সী এক উপজাতি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় বুধবার সকালে। পরবর্তীতে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসীরা ঘটনার খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া থানায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেই সঙ্গে খুব দ্রুততার সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রত্যক্ষ করতে পারেন মৃতদেহের পাশে ড্রাগস সেবনের কাজে ব্যাবহৃত সিরিঞ্জ পড়ে রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডম্বুর লেইকে ১৩০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ডম্বুর লেইকে ১৩০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করার লক্ষ্যে গত পাঁচ বছরে ২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়াও আগামী তিন চার বছরের মধ্যে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ডিস্ট্রিবিউশনকে আরও শক্তিশালি করার পাশাপাশি ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে একথা জানান।

এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি সবার জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সচিব তথ্য সহ রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় পুনর্নির্বিকরণ শক্তির উন্নতিকরণে ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের সহযোগিতায় ডম্বুর লেইকে ১৩০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ১০০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা ও সৌভাগ্য যোজনায় রাজ্যের ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৮৮টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। রিভাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টার প্রকল্পে ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার স্মার্ট এবং প্রিপেইড মিটার গ্রাহকের বাড়িতে বসানো হবে। এছাড়াও ৮ হাজার ৭২০ কিমি এল টি এরিয়েল বাঞ্চড ক্যাবল এবং ৮৩০টি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার বসানো হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজ্যের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের উন্নতিতে ১ হাজার ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধির প্রতিবাদে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভ নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। প্রতিদিন নারী সংক্রান্ত ঘটনা লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেছে। এ ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনার সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সাড়া ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির।

এইদিনের কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন নারী নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত, পাঞ্চালি ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। তারা জানান সম্প্রতি নারী সংক্রান্ত ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের বীভৎস আকার ধারণ করেছে। এবং এর সাথে জড়িত শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। শিশুকন্যা থেকে শুরু করে বৃদ্ধা কেউই রেহাই পাচ্ছে না তাদের হাত থেকে। পরবর্তী সময় থানায় গিয়ে পর্যন্ত তাদের ন্যায় মিলছে না।

নারী নেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য জানান এইদিন নারী সমিতির কর্মী সমর্থকরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। কিন্তু পুলিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির অসন্তুষ্ট কার্যকর্তাদের শূন্যস্থান নতুন ভোটাররা পূরণ করবেন, আশাবাদী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী হওয়া সরকার কিংবা শাসক দলের বিরুদ্ধে নেই। একাংশ কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ-আক্ষেপ রয়েছে। তাতে, নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব পরবে না বলে জোর গলায় দাবি করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি নিশ্চিত, বিজেপি কিংবা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ নেই। তাই, শাসক দলের কার্যকর্তাদের মাথা নিচু করে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, দলীয় কার্যকর্তাদের অসন্তোষ ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলবে। কিন্তু, নতুন ভোটার সেই ঘাটতি পূরণে মুখ্য ভূমিকা নেবেন। তাই, প্রত্যেক নতুন ভোটারের কাছে যাওয়ার জন্য কার্যকর্তাদের বার্তা দিয়েছেন তিনি। আজ জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়ে এভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করেছেন বিপ্লব কুমার দেব।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বুধবার।

এদিন বিপ্লব বলেন, দলীয় কার্যকর্তারা অসন্তুষ্ট হলেই ভোটের বাক্সে প্রভাব পরে। ভোট কাটাকাটিতে তাঁরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নতুন ভোটাররা সেই শূন্যস্থান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। তাঁর কথায়, ২০১৮ সালের পর ২.৫ লক্ষ নতুন ভোটার ত্রিপুরার ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দেবেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে বিজেপি কার্যকর্তাদের পৌছাতে হবে।

তাঁর মতে, নির্বাচনী লড়াই কঠিন ভাবলেই জয় পাওয়া সহজ হয়। এক্ষেত্রে ২০১৮ সালে সিপিএম নির্বাচনী লড়াইকে খুবই সহজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করদাতাদের প্রদেয় কর রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরার অর্থনীতির মেরুদন্ড হলেন ব্যবসায়ী ও করদাতারা। তাঁদের ব্যবসা ভাল হলে মুনাফা যেমন বাড়ে তেমনি নতুন নতুন বেকার ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়। করদাতাদের প্রদেয় কর রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। করদাতারা হলেন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সহযোগী। ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং প্রেক্ষাগৃহে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরার সেরা করদাতাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে ৩০ জন করদাতাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অর্থ দপ্তরের ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত করদাতা সহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, করদাতাগণ পরোক্ষে সরকারকে সহায়তা করে থাকেন। আমরা চাই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কর আদায় করতে। এরূপ নির্দেশ দপ্তরের আধিকারিকদেরও দেওয়া হয়েছে। কর দপ্তর ও করদাতাদের সমন্বয়ে বর্তমানে কর আদায়ের পরিমাণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ৪১ ◻ ১৭ নভেম্বর ২০২২ ইং ◻ ৩০ কার্তিক ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মানসিক রোগ বাড়িতেছে

সমাজ জীবনে বাঁচিতে হইলে আত্মিক স্বয়ংবরতা অন্যতম বিষয়। কোন ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থিক স্বয়ংবরতা না থাকলে ওই পরিবার দুশ্চিন্তায় কাটাইতে বাধ্য হয়। অর্থ সামাজিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে অনুন্নত হইবার কারণেই সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে যায়। পার্থ সামাজিক ব্যবস্থার দিক দিয়া দুর্বল ব্যক্তি বা পরিবার নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়। তাহা হইতে মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এই মানসিক চাপ হইতে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। গোটা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও বিগত দুই বছরের করোণা পরিস্থিতির কারণে মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শিল্প কল কারখানা ব্যবসা বাণিজ্য এমনকি ব্যাংকিং ব্যবস্থাতেও আর্থিক দৈনদশা দেখা দিয়েছে। ইহার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর মারাত্মকভাবে পড়িয়াছে। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে এই সময়কালের মধ্যে মানুষের মানসিক রোগ আরো কয়েক গুণবাড়িয়া গিয়াছে। এই মানসিক রোগ দূর করিতে হইলে মানুষের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটা খুবই জরুরী।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানসিক রোগীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। মানসিক রোগ জনিত কারণে মানুষের আয়ু কমিয়া যাইতেছে। মানসিক রোগাগ্রস্ত হওয়ার কারণে অনেকেই অল্প বয়সে বার্ধক্যে পৌঁছিয়া যাইতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। মানসিক রোগীর সংখ্যা যেভাবে বাড়িতে চেয়ে তাহাতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের উপর তাহার প্রভাব পড়িতে পারে। এইসব বিষয়ে সমাজের সব অংশের মানুষজনকে সচেতন হওয়া জরুরি। অল্প বয়সেই অনেকে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।আর বার্ধক্যে দোরগড়ায় যাওয়া মানেই একের পর এক রোগ বাসা বাঁধিতে শুরু করে শরীরে। মার্কিন ও চিনের একদল বিজ্ঞানী সমীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন শরীর ক্রমাগত আনবিক ক্ষতির জেরে মানুষ দ্রুত বার্ধক্যে পৌঁছিয়া যায়। তবে বিজ্ঞানীরা বার্ধক্যে গতি মাপিবার জন্য একটা বার্ধক্য ঘড়ি তৈরি করিয়াছেন। যাহার সাহায্যে কোনও তরুণ বা অল্প বয়সি কোনও ব্যক্তি দ্রুত বার্ধক্যে পৌঁছাইতেছে কি না তা জানা যাইবে। পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা জানিয়াছেন, অ্যান্টি এজিং থেরাপির মাধ্যমে এই দ্রুত বার্ধ্যকের সীমানায় যাওয়া থেকে রক্ষা করা যাইবে।যুব সম্প্রদায় দ্রুত বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাইতেছে।শারীরিক ও মানসিক উভয় কারণেই বার্ধক্য দ্রুত গতিতে আসে। বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, একাকীত্ব, অস্থিরতা, ঘুমের ঘাটতি, মনে সুখ না থাকা এই ধরনের উপসর্গের ব্যক্তিদের দ্রুত বার্ধক্য আসে। বিজ্ঞানীরা এগুলো পরিমাপ করিয়াছেন। তাঁহারা জানিয়াছেন, দ্রুত বার্ধক্য আসার ক্ষেত্রে এগুলো যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের বার্ধক্যের ঘড়ি তৈরি করিতে গিয়া জানিতে পারেন, ধুমপায়ী ও মানসিক দুর্বল রোগীদের ক্ষেত্রে বার্ধক্য তাড়াতাড়ি আসে। পাশাপাশি তাঁহারা জানিয়াছেন, দ্রুত বার্ধক্য আসার কারণেই স্ট্রোক, লিভার ও ফুসফুসের মতো রোগগুলো যুব সমাজকে আক্রান্ত করিতেছে। বিজ্ঞানীরা জানাইয়াছেন, ধুমপায়ীদের বার্ধক্য তাড়াতাড়ি আসে। কিন্তু হতাশাগ্রস্ত, একাকীত্বে ভোগা, অসুখী মানুষদের বার্ধক্য আরও দ্রুত আসে। বিজ্ঞানীরা দ্রুত বার্ধক্য বাড়ার কারণ হিসেবে আরও বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন সঠিক সময়ে চিকিৎসা। গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত না থাকার কারণে অনেক সময় বার্ধক্য তাড়াতাড়ি আসে।

মানসিক সুস্থতা বার্ধক্য রোধ করিবার চাবিকাঠি।

সব থেকে দ্রুত বার্ধক্য আসে মানসিক কারণে। মানসিক এবং মনোসামাজিক অবস্থাগুলি স্বাস্থ্যের ওপর সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলে। সেখান থেকে একাধিক শারীরিক সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রায় মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হইয়াছে। মানসিক পরিস্থিতির ওপর অনক ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে। সেখান থেকে বার্ধক্যের গতি ধীর বা দ্রুত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় চার মহিলাসহ আটজনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আলিসার থেকে মারওয়াহ এলাকার তাতাপানির দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী ট্যাক্সি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এর জেরেই এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তিনি বলেন, "দুর্ঘটনায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানান তিনি।

বালিতে ফের মিলিত মোদী-ইমানুয়েল, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে

বালি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে আবারও মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ। বুধবার জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে মোদী ও ইমানুয়েল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু জানা যায়নি। বুধবার সকালে বালিতে তমন হুতান রায়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ প্রমুখ জি-২০ নেতাদের সঙ্গে বালির ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর তাঁরা ফিরে আসেন জি-২০ সম্মেলন স্থলে। সেখানেই মোদী ও ইমানুয়েল কুশল বিনিময় করেন। দু"জনের মধ্যে বেশ কিছু সময় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। এর আগে জি-২০ সম্মেলনের প্রথম দিন মঙ্গলবারও ইমানুয়েল ও মোদী কুশল বিনিময় করেছিলেন।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ভারত। বেঙ্গালুরু টেক সামিটে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার পূর্ববর্তী রেকর্ডিং করার একটি ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ও প্রতিভা বিশ্বায়ন নিশ্চিত করেছে। কীভাবে প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিক করতে হয় তা ভারত দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নও রূপান্তরিত করছি। পিএম গতিশক্তি, একটি অনলাইন জিআইএস সক্ষম পোর্টালের মাধ্যমে, দেশে মাল্টি মডেল সংযোগ নিশ্চিত করতে একাধিক সেক্টরকে একসঙ্গে কাজ করতে সহায়তা করছে। বেঙ্গালুরু টেক সামিটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একীকরণের দ্বারা সমর্থিত হলে, এটি একটি প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। মোদীর কথায়, ভারতের উদ্ভাবন সূচকে বেঙ্গালুরু এক নম্বরে। বেঙ্গালুরু প্রযুক্তির আবাসস্থল। এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উদ্ভাবনী শহর। এই বছর বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবন সূচকে ভারত ৪০ তম স্থানে উঠে এসেছে। ২০১৫ সালে আমরা ৮১ তম স্থানে ছিলাম। ভারতে ইউনিকর্ন স্টার্টআপের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, আমরা এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আপনাদের বিনিয়োগ ও আমাদের উদ্ভাবন বিস্ময়কর কাজ করতে পারে। আমি আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

দুই বাংলার মাজারে, মন্দিরে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের 'বিরল' গল্প

মোহন-এক প্রজাতির কাছিমের ডাকনাম। ইংরেজিতে "ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল"। পিঠের দিকে চারটি গোলাকার দাগ আর লম্বা নাক এই কচ্ছপকে অন্য কচ্ছপদের থেকে আলাদা করে চেনায়। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এই কাছিমদের গল্প অনেকটা ফিনিক্স পাখির মতো।

শুনুন সেই গল্প। ২০০২-এ ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার বা আইইউসিএন "বিলুপ্ত" বা ' বলে ঘোষণা করে 'ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল'কে। প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যায় "ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল"। প্রকৃতিবিদরা বলে থাকেন, 'আমরা যদি দুনিয়ার জীব জগতকে একটা চাদরের মতো বলে ভাবি, তাহলে প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ সেই চাদরের এক-একটি সুতো। তা-ই একটি প্রজাতি-তা সে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ যাই-ই হোক না কেন-সে যদি অবলুপ্তির পথে হাঁটে, তাহলে প্রকৃতিরূপী ওই চাদরে একটি স্থায়ী ছিদ্র তৈরি হয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া সেই প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনার আর কোনও উপায়ও থাকে না।' এমনটাই হয়েছিল "মোহন" বা "ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল"-এর ক্ষেত্রে। চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল তারা।

কিন্তু প্রকৃতি অনেক সময় এমন খেল দেখায় যা আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধি আর জ্ঞানকেও বোকা বানিয়ে দেয়। ২০০২-এ আইইউসিএন-এর সেই ঘোষণার পর ২০০৪-এ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাইজিদ বোস্তমি মাজার সংলগ্ন পুকুরে ৪০৮টি "মাজারি" কাছিমের খোঁজ পান পরিবেশকর্মীরা। মাজারের পুকুরে বাসস্থান বলে স্থানীয়দের কাছে "মাজারি" নামে পরিচিত ছিল এই কচ্ছপগুলি। কথিত আছে ১৮০০ সালে হজরত বাইজিদ বোস্তমি ইরান থেকে চট্টগ্রাম নিয়ে আসেন এই কাছিমের পূর্বপুরুষদের। ধর্মগুরুর নাম জড়িত থাকায় বাংলাদেশের সাধারণ জনমানসে এই কাছিমের গুরুত্বও ছিল। মাজার কর্তৃপক্ষের তদারকিতে ওই কাছিমদের প্রজনন হত চট্টগ্রামে। ২০০৭-এ ডিম ফুটে বের হয় ৯০টি "মাজারি" কাছিমের ছানা। ২০০৮-এ ৭৪টি, ২০০৯-এ ৯৬টি, ২০১০-এ ২৮টি, ২০১২-এ ৪৫টি আর ২০১৪-এ ৪০টি কাছিম জন্মায়।

পরিবেশকর্মীদের সন্দেহ হয়, চট্টগ্রামের বাইজিদ বোস্তমি মাজার সংলগ্ন পুকুরের কাছিমগুলি "ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল"। এ দিকে, ২০১৭-এ নাগাল্যান্ডের ওকহা জেলার ওল্ড ওকুক গ্রামে বন্য পরিবেশে পাওয়া যায় একটিমাত্র ব্ল্যাক সফট সেল টার্টলকে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সেই কচ্ছপটির ডিএনএ -র নমুনা সংগ্রহ করে পাঠান চট্টগ্রামের বাইজিদ বোস্তমি মাজারে। পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞানীদের সন্দেহ নির্ভুল প্রমাণিত হয়, মাজারের পুকুরের 'মাজারি' কাছিমগুলির ডিএনএ-র সঙ্গে হুবহু মিলে যায় নাগাল্যান্ডের কাছিমের ডিএনএ। নিঃসন্দেহ হন বিজ্ঞানীরা: 'মাজারি' কাছিম আসলে ব্ল্যাক সফট সেল টার্টলই।

নড়েচড়ে বসেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। আরও খোঁজ আসে আসাম থেকে। কাজিরাঙ্গা -র জিয়াভরালি নদী আর ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় দু'টি ছোট্ট অঞ্চলে বন্য পরিবেশে অল্প সংখ্যক ব্ল্যাক সফট সেল টার্টলের খোঁজ পান পরিবেশকর্মীরা।

নন্দন পাল

ওপার বাংলার মতোই এপার বাংলাতেও এই একই কাছিমের সংরক্ষণে নীরবে ঘটে চলেছিল এক ঘটনা। বন্যপ্রাণের সংরক্ষণের নিরিখে যা কিছুটা বিরল। বলা যেতে পারে "রিলিজিয়াস কনজারভেশন"। ইসলাম এবং হিন্দ দুই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিরল কাছিম বেঁচেবর্তে ছিল কাঁটাতারের দুই পারে।

মোমবাতি হাতে শান্তিপূর্ণভাবে 'মোহন রক্ষা কমিটি'র সদস্যরা গাড়ির চালক ও পথচলতি মানুষের মধ্যে মোহনের মতো একটি অতি বিরল প্রজাতির কাছিমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। স্থানীয় বাজার ও মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মোহন পাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট হবার ডাকও দেন তাঁরা।

রাস্তা পার হচ্ছে মোহন, সাহায্য করছেন পরিবেশপ্রেমী।

অসম -এর হয়গ্রীবা মাধব মন্দিরের পুকুরে, ত্রিপুরা -র সুন্দরী মন্দির সংলগ্ন কল্যাণ সাগর পুকুরে আর পশ্চিমবঙ্গ -এর কোচবিহারের বানেশ্বর মন্দির সংলগ্ন শিবদিঘিতে আছে ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল। শিবদিঘির ওই কাছিমদের স্থানীয়রা আদর করে ডাকেন "মোহন" বলে। হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। বিষ্ণুর অপর নাম "মোহন"। তাই ওদের এমন নামকরণ? ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত হওয়ায় পুকুরগুলিতে নির্বিঘ্নেই ছিল কাছিমগুলি। আসলে মানুষের কারণেই ওদের অবলুপ্তির পথে হাঁটা। আর মানুষের কারণেই ওদের আবার ফিরে আসা। কাজী নজরুল ইসলামের কথায়:

'তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু। আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই তো কাঁদি প্রভু।।

তোমার মতোই তোমার ভুবন চির পূর্ণ, হে নারায়ণ! দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন তাই এ দুঃখ প্রভু।'

বহুদিন ধরে কোচবিহারের শিবদিঘির অন্যতম আকর্ষণ এবং বাণেশ্বর মন্দিরের খ্যাতির কারণ ব্ল্যাক সফট সেল টার্টল। এই পুকুরকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্যদ "হেরিটেজ সাইট" ঘোষণা করেছে। অথচ দিঘির জলের মান, জলে অক্সিজেনের পরিমাণ এসব মাপার কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন না মন্দির কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, পুকুরের চারপাশ কংক্রিটে বাঁধাই করে দেওয়ার জেরে মারা যাচ্ছিল বিরল, আইইউসিএন-এর সংরক্ষণের নতুন মাপকাঠিতে "অতি বিপন্ন প্রজাতি"। ২০২২-এর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে কোচবিহারের বানেশ্বর মন্দিরের পুকুরে অস্বাভাবিকভাবে ভাসতে দেখা যায় তিনটি "মোহন" কচ্ছপকে। পরিবেশ সংগঠন "আর্থ" ও "বন"এর সদস্যরা ওই তিনটি কাছিমকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। চিকিতার প্রয়োজন ছিল ওই বিপন্ন প্রজাতির অসুস্থ মোহনদের। দু'টি মোহন চিকিতায় সাড়া দেয়। একটি "মোহন" মারা যায়।

কোচবিহারের ওই অঞ্চলে মোহনদের সংখ্যার প্রাচুর্য। শিবদিঘি ছাড়াও নিকটবর্তী সাগরদিঘিতে রয়েছে বেশ কিছু ব্ল্যাক সফটসেল টার্টল। শিবদিঘিতে কিছুটা সুরক্ষিত হলেও অন্যত্র মোহন চুরি চলছিল রাতের অন্ধকারে। মুখ বন্ধ-বস্তায় প্রতি রাত্রে ১৫-২০টা করে পাচার হয়ে যাচ্ছিল বিরল প্রজাতির এই ব্ল্যাক সফটসেল টার্টল।

বানেশ্বর মন্দিরের শিবদিঘিতে। পাচার আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছাড়াও কোচবিহারে ব্ল্যাক সফটসেল টার্টলের সংখ্যা কমার অন্য একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল পথ দুর্ঘটনা। ২২ অক্টোবর পথ-দুর্ঘটনার বলি হয়েছে ১৬টি "মোহন"। ব্ল্যাক সফটসেল টার্টল সক্রিয় হয় রাত্রে। রাস্তা পারাপারের সময় তারা ধীর গতিতে চলে এবং তাদের গায়ের রঙ কালো হওয়ায় কারণে গাড়ির চালকরা অনেক সময়েই বুঝতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ওই অঞ্চলের রাস্তায় নেই কোনও নৈশালোক। তার ওপর রাস্তায় কোনও সাইনবোর্ড-ও ছিল না। এই অবস্থায় সক্রিয় হয়েছে স্থানীয় বন্যপ্রাণ সংগঠনগুলো। বাণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন কোচবিহারের 'মোহন রক্ষা কমিটি'র সদস্যরা এবং সহযোগী বন্যপ্রাণ সংগঠনগুলো পথে নেমেছে। পথ-দুর্ঘটনায় "মোহন" মৃত্যুর ঘটনায় সচেতনতাবৃদ্ধির জন্য একটি পথ অবরোধ করা হয়। মোমবাতি হাতে শান্তিপূর্ণভাবে 'মোহন রক্ষা কমিটি'র সদস্যরা গাড়ির চালক ও পথচলতি মানুষের মধ্যে মোহনের মতো একটি অতি বিরল প্রজাতির কাছিমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। স্থানীয় বাজার ও মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মোহন পাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট হবার ডাকও দেন তাঁরা।

এই বছর মোহন বাঁচানোর উদ্দেশে শিবদিঘিতে বন্ধ হয়েছে ছট পুজো। "মোহন রক্ষা কমিটি'র সভাপতি পরিমল বর্মণ ঠঝ৯ বাংলাকে বলেছেন, মন্দির ট্রাস্ট, বন দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবেই ভুগছে "মোহন"। বাংলাদেশ এবং পাশের রাজ্য অসমে সরকারি তত্বাবধানে সংরক্ষণ হচ্ছে ব্ল্যাক সফটসেল টার্টল। অথচ এই রাজ্যে নেই তেমন কোনও সরকারি পরিকল্পনা কিংবা উদ্যোগ।' তাই পরিমলবাবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠিও লিখেছেন। অতি বিরল প্রজাতির এই ব্ল্যাক সফটসেল টার্টল বা 'মোহন' এর সংরক্ষণে পরিকল্পনা মাফিক সংরক্ষণের দাবিতে।

শিশুশ্রম : দেশে আইন আছে যথেষ্ট কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ নেই

আমাদের দেশে অন্যসব জিনিসের অভাব থাকলেও আইনের কোনও অভাব নেই। হয়ত প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি আইন আছে। আছে আইনের নানারকম জট- জটিলতাও। সেসব জট-জটিলতা কাটিয়ে আইনের সঠিক প্রয়োগ খুব কমই হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ আইনের ওইসব জট-জটিলতা বোঝেন না। ফলে আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে আইনজীবীদের সাহায্য নেন। যা সাধারণ অভাবী মানুষের পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমল থেকেই এদেশে আইনের কালাপাহাড় জমে আছে। পরাধীন দেশের নেটিভদের বাগে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তথা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র কায়েম রাখতে তারা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ আইনকানুন তৈরি করেন এবং নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনচেতা দেশবাসীর ওপর তা প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ দুই-ই করেন। দেশ স্বাধীন হলেও সেসব কালা-কানুন আজও বাতিল হয়নি। কেন বাতিল হয়নি? সে প্রসঙ্গেই এবার আসা যাক। তাহলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে আমজনতার কাছে। স্পষ্ট হবে শাসকের চরিত্র। বলা বাহুল্য, শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক সমাজের চাপে পড়ে ব্রিটিশ আমলের কিছু কিছু মনুষ্যত্ব ও মানবতাবিরোধী নিষ্ঠুর আইন সংশোধন করা হয়েছে মাত্র। তার বেশি নয়। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতেও কম আইন তৈরি হয়নি। স্বদেশি নাগরিকদের (পুন প্রজাদের) শাসন (পড়ুন শায়েস্তা) করতে মতবাদ নির্বিশেষে শাসক শ্রেণি এই পঁচাত্তর বছরে প্রচুর আইন উপহারও দিয়েছে দেশবাসীকে। সচেতন নাগরিক সমাজের লাগাতর চাপে নতুন কিছু মানবিক আইনও লাগ করেছে আমাদের সরকার বাহাদুর। যেখানে নাগরিক- স্বার্থের কথা বলা আছে। কিন্তু মুশকিল হল, সেসব জনকল্যাণমুখী আগ্রহ দেখা যায় না। চাপে পড়ে আইন প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রবল অনীহা। আর এভাবেই নতুন আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা- কার্যত যাদের জন্য এই আইন। সরকারের ভাবখানা এই, আইন চেয়েছ, আইন তৈরি করে দিয়েছি। এবার তার প্রয়োগের দায়দায়িত্ব তোমাদের।

কিন্ত সরকারের কাছে এমন দ্বিচারি আচরণ তো কখনও কাম্য নয়। প্রতিটি নাগরিকদের দেখভালের যথার্থ দায়িত্ব তো কল্যাণমুখী সরকারের। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আইন পাল্টালে পরিস্থিতি পাল্টায় না। এমনকী এ নিয়ে মহামান্য আদালতের শরণাপন্ন হলেও কাজের কাজ কিছু হয় না। কেন হয় না? মহামান্য আদালত রায় বা নির্দেশ দিতে পারেন; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হল কিনা সে বিষয়ে তারা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে না। কেন পারে না? আসলে আইনি নির্দেশ আদালতের নেই। বড়জোর কেউ পুনরায় মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হলে মহামান্য আদালত সরকারকে "কড়া নির্দেশ' দিতে পারেন। তার বেশি কিছু নয়।

এই বাস্তবতাকে পাঠক আপনি অস্বীকার করবেন কীভাবে? ক্ষমতাবানেরা নিজেদের স্বার্থ বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু সমাজের পিছিয়ে থাকা অভাবী মানুষ নিজেদের স্বার্থ বুঝে নিতে পারেন না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার খান তারা। আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। আসল ট্র্যাজেডি বোধহয় এখানেই। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে দেশের শীর্ষ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি আদালতের রায় বা নির্দেশ বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য- উভয় সরকারের অনীহার কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করেন।

না পাঠক, এ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনওরকম

বরুণ দাস

ইতিবাচক সাড়াই পাননি শীর্ষ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি। আমাদের আফশোস এখানেই। আইনি সুযোগ থেকে বঞ্চিত সমাজের সিংহভাগ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর কোনও সদিচ্ছাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখাননি। অথচ দেশের মানুষের জন্য তিনি সভা-সমাবেশে কতই না গালভরা কথা বলেন। প্রশাসনের শীর্ষে থাকা ব্যক্তির এই সীমাহীন দ্বিচারিতা, এই বিপুল ভণ্ডামি, এই হীন হিপোক্রাসি, এই নির্ভেজাল নষ্টামি আর কতকাল সহ্য করবেন এদেশের সাধারণ মানুষ? অনেকেই হয়ত কমবেশি জানেন, অনেক লড়াই-আন্দোলনের পর শিশুশ্রম বন্ধে এদেশে কড়া আইন তৈরি হয়েছে। আইন তৈরি হয়েছে তো বটে; যদিও শিশুশ্রম কিন্তু অবাধেই চলছে। কোনও রাখঢাক রেখে নয়। একেবারে প্রকাশ্যেই। ঘর থেকে দু'পা বাড়ালেই আপনার চোখে পড়বে শিশুশ্রম বন্ধে প্রণীত এই আইনের অসারতা। নানা সময়ে সংবাদমাধ্যমে শিশুশ্রম বন্ধ না হওয়ার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু সামান্যতম টনকও নড়েনি আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার বাহাদুরের। কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আমাদের সংবিধানের ২৪ নং ধারাতেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ১৪ বছরের কমবয়সী কোনও শিশুকে কর্মে নিযুক্ত করা বিবেচনাধীন অপরাধ। কিন্তু সংসারের অভাব-অনটন কী আর দেশের সংবিধান মেনে চলে? না চলা সম্ভব? একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক। আজ থেকে মাত্র ১১ বছর আগে অর্থাৎ ২০১১ সালে এক সরকারি প্রতিবেদনেই দেখা গেছে, এদেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এক কোটিরও বেশি। বেসরকারি হিসেবে হয়ত এর থেকেও অনেক বেশি। অনুভবী নাগরিকের পিলে চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। কিন্তু আমাদের সরকার বাহাদুর নির্বিকার। এখন তো আবার প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান রাখার ইচ্ছে কিংবা আগ্রহ কোনওটাই নেই সরকারের। পরিসংখ্যান রাখলেই বিপদ। কৈফিয়ত দেওয়ার ঝামেলা থাকে। তার চেয়ে পরিসংখ্যান-মুক্ত ভারতই নিরাপদ। "বেয়াড়া নাগরিকেরা" আরটিআই করেও লাভবান হবেন না। সরকারের ঘরে তথ্য-পরিসংখ্যানই নেই তো জানাবেন কী? বর্তমান সরকার কোনওরকম ঝুঁকি নিতেই আর রাজি নয়। -এই গভীর বোধেই তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

চলতি বছরের গত পয়লা জুন বাংলার একটি "বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্র-এ ইটভাটায় শিশুদের শৈশব হরণের করুণ ছবিটি যথার্থভাবেই তুলে ধরেছেন জনৈক কলাম লেখক। "বন্দি- শৈশবের দায় কে নেবে এই শিরোনামে নির্মিত সংবাদ-প্রতিবেদনটি অনেকেরই হয়ত নজরে এসেছে এবং অনেকেই তাদের প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ওই সংবাদপত্রে সম্পাদক সমীপেষু বিভাগে। যা যে কোনও সংবেদনশীল মানুষকেই ধাক্কা দিতে বাধ্য। জানি না, 'জনকল্যাণমুখী সরকার' বাহাদুরকে তেমন কোনও ধাক্কা দিতে পেরেছে কিনা।

এখন প্রশ্ন হল, জাতীয় সংসদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন পাশ হওয়ার পরও চারদিকে কেন শিশুশ্রমের এমন বাড়াবাড়িঃ কেন শিশুশ্রম বন্ধের জন্য প্রণীত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিশুশ্রমের বাজার এমন রমরমা? কেন্দ্রীয় আইনকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করার এমন দুঃসাহসিক প্রবণতা কেন? বাস্তবই-বা কী বলে? প্রিয় পাঠক, কেতাবি কথা দূরে সরিয়ে আমরা বরং এদেশের, এ সমাজের মাটি ও মানুষের কাছাকাছি আসার একটু চেষ্টা করি। বাস্তবের প্রেক্ষাপটে বোঝার চেষ্টা করি, কেন এমনটা ঘটেই চলেছে? এর নেপথ্যে কারণই-বা কী?

শিশুসন্তানেরা কি সাধ করে শ্রমদানে এগিয়ে যাচ্ছে? অপরিণত বয়সেই কি তাদের মধ্যে পয়সার প্রতি লোভ দেখা দিচ্ছে? তাই শৈশবেই তারা লেখাপড়া কিম্বা খেলাধুলা ছেড়ে রোজগারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে? খুনটুসি করা তাদের কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে? তারা কি ইচ্ছে করে নিজেদের স্বর্ণালী শৈশবকে বন্দি করছে? নাকি শৈশবের সঠিক স্বাদ কিম্বা আমেজ বুবাতেই অপারগ? শৈশবেই নিবিড় শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের সম্বন্ধে এমন কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠতেই পারে।

আসলে যে বয়সে তাদের আশপাশের আর পাঁচজন শিশুর মতো স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি মাঠে ময়দানে খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকার কথা, তখন তারা কেন ইটভাটা থেকে কলকারখানা, রাস্তার ধারের হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে মহানগরের ব্যস্ত ফুটপাথের থেকে বাড়ির নিত্যদিনের কাজে বহাল হওয়ার জন্য আগ্রহ? দেখাচ্ছে? শুধু কলকাতা মহানগরইবা কেন? সুদূর গ্রামগঞ্জের দিকে বাবা- মাকে সাহায্য করতেও দেখা যায় অনেক শিশুকে।

শিশুসন্তানেরা কি স্বেচ্ছায় শ্রমিক হয়? এমন সঙ্গত প্রশ্নও শোনা যায়। সমাজের বাস্তব চিত্র কী বলে? না, শিশুরা কখনও স্বেচ্ছায় শ্রমিক হয় না। তাদেরকে শ্রমিক করে তাদের ঘরের দারিদ্র্য। অভাবী ঘরের বাবা-মায়েরা কিছু অর্থের জন্য নিজেদের শিশুসন্তানদের সচেতনভাবেই কঠিন কাজে যুক্ত হতে বাধ্য করেন। যদিও তাতে অভাবী পরিবারে সামান্য সুরাহা হলেও দারিদ্র মোচন হয় না। পেটের আগুন তাতে তেমন নেভে না, অন্যদিকে অপরিণত বয়সে কঠিন শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে অনেকেই কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্তহয়ে পড়ে। শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের কারও বা অকালে বার্ধক্য আসতেও দেখা যায়। একে তো অপরিণত বয়সে কঠিন শ্রম, অন্যদিকে শ্রমের পর পুষ্টিকর খাবারের একান্তই অভাব। এমনকী, অকালে ঝরেও যায় অনেক অমূল্য প্রাণ। পরিবার হারায় তার প্রিয় শিশুসন্তানকে। এই অনাকাঙিক্ষত চিত্র ভারতের সব রাজ্যেই কমবেশি প্রায় দেখা যায়। স্বাধীনতার পঁচাত্তরেও যার কোনও রূপান্তর ঘটেনি। অটলবিহারী বাজপেয়ীর "সাইনিং ইন্ডিয়া" ভারতবর্ষেই। তাই এদেশে অধিকাংশ আইনই থাকে আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রূঢ় বাস্তবের প্রেক্ষাপটে তা কার্যকরী করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান তথা সাময়িক লাভালাভের কথা শিশুর পরিবারের বয়স্করা মাথায় রাখেন। নিজেদের অপরিণত সন্তানকে ঠেলে দেন কঠিন শ্রমের দিকে। একদিকে যেমন সচেতনতার অভাব; অন্যদিকে তীব্র আর্থিক অনটন। এই দু'য়ে মিলেমিশে সবকিছু লণ্ডভণ্ডকরে দেয়। আমাদের মাননীয় সরকার বাহাদুরও সবকিছু জেনেবুঝে মুখ ঘুরিয়ে থাকাটাই শ্রেয় বা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করেন।

আসলে শিশুসন্তানদের প্রয়োজনীয় বোধ তৈরি হওয়ার অনেক আগেই তারা দিনমজুরে পরিণত হয়ে যায়। এটাই এদেশের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে অস্বীকার করি কীভাবে? শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হবে তখনই, যখন সেই শিশুর পরিবারে অভাব-অনটন থাকবে না। বাবা-মা বাধ্য হবেন না প্রিয় শিশুসন্তানকে ঠেলে কাজে পাঠাতে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের উচিত দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসুচি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করা। তাহলেই শিশুশ্রম থেকে শিশুদের মুক্তি ঘটবে, নচেৎ নয়। বাস্তবের নিরিখে একে কোনওভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত সাইকেল রেলিতে অংশ নেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। ছবি নিজস্ব।

মিজোরামের পাথর খাদান দুর্ঘটনা : ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার আরও দুই শ্রমিকের মৃতদেহ, বাকি দুই, অব্যাহত অভিযান

আইজল, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : মিজোরামের হানথিয়াল জেলার অন্তর্গত মৌদার গ্রামে সোমবার অপরাহ্নে একটি পাথর খাদানে সংঘটিত ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা। আরও যে দুই মরদেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁদের অসমের গোয়ালপাড়া জেলার জলেশ্বর বিলের শফিকুল ইসলাম (২৬) এবং মিজোরামের লুংলেই জেলার জাউলপুইয়ের বাসিন্দা ওরফে কাহামরাই (৪৯) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে অসমের কাছাড় জেলার সুরজিত রায় (২৬), পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার চারজন মদন দাস (২৫,), রাকেশ বিশ্বাস (২১), মিণ্টু মণ্ডল (২২) এবং বুদ্ধদেব মণ্ডল (২৫) ঝাড়খণ্ডের চাতরা এলাকার দুজন খেমলাল কুমার (২২) ও ওমপ্রকাশ কুমার (১৮) এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার সুব্রত রাপ্তান (২৪)। এর পর গতকাল সন্ধ্যার দিকে শফিকুল ইসলাম এবং কাহামরাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এনডিআরএফ-এর ১০ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক সূত্র জানিয়েছে, আরও দুই শ্রমিক পাথরধসের নীচে রয়েছেন। তাঁদের মিজোরামের লুংলেই জেলার অজয় চাকমা (২৫) এবং অসমের বরপেটা জেলার জাহিদুর ইসলাম (২৭) বলে ইতিমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, দুটি মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রোটোকল সম্পন্ন করার পর মৃতদেহগুলি নির্মাণসংস্থা এবিসিআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আটকে পড়া ১২ জন শ্রমিকের মধ্যে মোট ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি দুই নিখোঁজ শ্রমিককে উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে, জানিয়েছে এনডিআরএফ-এর সূত্র।

জেলা প্রশাসনের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানান, গতকাল প্রথমে যে আটটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, সেগুলির ময়নাতদন্ত শেষে এদিন মধ্যরাত প্রায় ১২:৩০টায় আইজলে নিয়ে আসা হয়। এখানে মৃতদেহগুলিকে সুগন্ধিকরণ এবং প্যাকিঙের পর আজ বুধবার সকাল ৮:০০টায় লেংপুই বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার যার স্বগৃহে পাঠাতে।

এদিকে মিজোরাম পাথর খাদান বিপর্যয়ে নিহতদের নিকট-আত্মীয়দের জন্য এককালীন দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য নগদ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টাকাগুলি প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে দেওয়া হবে বলে আজ সকালে টুইট করে জানিয়েছেন খোদ মোদী। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ঘটনার পর-পর মোদী নিখোঁজ শ্রমিকদের উদ্ধার করতে যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পর দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

জি-২০ সামিটে মোদী-সুনকের সঙ্গে প্রথম বৈঠক, দেখা করলেন বাইডেনও

বালি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি-২০ দেশের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে রয়েছেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে দু''দিনের জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। এতে অংশ নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী-সহ বিশ্বের ২০টি বড় অর্থনীতির দেশগুলোর নেতারা। এর মধ্যেই মোদী ও সুনাকের মধ্যে প্রথম বৈঠক হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এই বৈঠক নিয়ে উভয় দেশেই ব্যাপক উতসাহ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা নারায়ণ মূর্তির জামাতা ঋষি সুনক সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। মোদী ও সুনকের দীর্ঘ কথোপকথন হয়। এই সময়, সুনক বলেন, বিশ্বের উন্নয়নের জন্য ভারত প্রয়োজন। অন্যদিকে, মোদী বলেন, ভারত তার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। উভয় নেতা একে অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করেন। মোদী এবং বাইডেনকে অনেকক্ষণ ধরে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো মোদীকে তাঁর হোটেলে স্বাগত জানান। শীর্ষ সম্মেলনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। এই সময়ে, উভয় নেতা এই বহুপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনকে বৈশ্বিক নেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময়ের একটি চমৎকার সুযোগ বলে অভিহিত করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। উভয় নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর জোর দেন। আগামী বছরের শুরুতে ভারত সফরে আসছেন ম্যাক্রোঁ।

ভারতের বিদ্যুৎ আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে সরবরাহ শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ১৬।। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ভারতের আদানি শিল্পগোষ্ঠীর নির্মীয়মাণ গোড্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে। গত সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্ত বৈঠকেই আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি কথা দিয়ে রেখেছেন, আসন্ন বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর) থেকেই গোড্ডার বিদ্যুৎ বাংলাদেশে যেতে শুরু করবে। আর সেই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে গোড্ডাতে এখন কার্যত দিন-রাত এক করেই কাজ চলছে।

ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গোড্ডায় অবস্থিত এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে শুরু থেকেই নানা বিতর্ক তাড়া করে এসেছে। কোভিডসহ নানা কারণে এই প্ল্যান্টের কমিশনিংয়ের ডেডলাইনও বহুবার পেছাতে হয়েছে। কিন্তু সব বাধাবিতর্ক পিছনে ফেলে 'আলট্রা সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি'তে নির্মিত এই প্ল্যান্টে আর মাত্র এক মাসের মধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ শুরু করতে পারবে বলে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর কর্মকর্তারা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাচ্ছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরে তার সঙ্গে বৈঠক করেন গৌতম আদানিপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরে তার সঙ্গে বৈঠক করেন গৌতম আদানি। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেটি অনুযায়ী গোড্ডায় উৎপাদিত ১৬০০ মেগাওয়াট (২দ্ধ ৮০০) বিদ্যুতের পুরোটাই বাংলাদেশে রফতানি করা হবে। ভারত সরকারও ইতোমধ্যে তার জন্য বিশেষ অনুমতি অনেক আগেই দিয়ে রেখেছে। বস্তুত গোড্ডাই হলো ভারতের প্রথম 'স্ট্যান্ড-অ্যালোন' বিদ্যুৎকেন্দ্র, যাকে 'স্পেশাল ইকোনমিক জোনের' সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বিদ্যুৎ না পাঠিয়ে এর পুরোটাই বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। বিশেষত গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ সংকট তৈরি হয়, তার মধ্যে গোড্ডা পাওয়ার প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ সুখবর হয়ে আসবে বলেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

আদানি পাওয়ার ঝাড়খণ্ড লিমিটেডের (যেটি গোড্ডার জন্য আদানি শিল্পগোষ্ঠীর 'স্পেশাল পারপাস ভেহিকল' বা এসপিভি) করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান অমৃতাংশু প্রসাদ বাংলা ট্রিবিউনকে জানিয়েছেন, 'আগামী মাসের ১৬ তারিখেই গোড্ডার প্রথম ইউনিট থেকে ৮০০ মেগাওয়াট আমরা বাংলাদেশে পাঠাতে পারবো। দ্বিতীয় ইউনিট থেকে আরও ৮০০ মেগাওয়াট পাঠাতে হয়তো আরও মাস তিনেক সময় লাগবে।' ফলে ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যেই গোড্ডার ১৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের পুরোটাই বাংলাদেশে পাঠানো যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পিডিবি'র (পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই মাসেও বাংলাদেশে দৈনিক মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল প্রায় ১২ হাজার মেগাওয়াট, যেখানে দেশের দৈনিক চাহিদা প্রায় ১৪ হাজার মেগাওয়াট। ফলে বিদ্যুৎ ঘাটতির অঙ্কটা প্রায় দুই হাজার মেগাওয়াট বা তার কাছাকাছি। এখন গোড্ডার পুরো উৎপাদনটা আসতে শুরু করলে এই ঘাটতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংকট ও লোডশেডিং মোকাবিলায় সেটা বেশ কাজে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিজয় দিবসের 'ডেডলাইন' মিট করার জন্য এখন গোড্ডাতে শেষ মুহূর্তের কাজকর্ম চলছে ঝড়ের গতিতে।

গোড্ডার জন্য ভারতের কয়লা একেবারেই ব্যবহার করা হচ্ছে না। উন্নতমানের কয়লা আনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। আর সে জন্য আদানি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিও সেরে ফেলেছে। এসব কয়লার চালান খালাস করা হবে ওড়িশার ধামরা বন্দরে। সেখান থেকে রেলপথে নিয়ে আসা হবে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায়।

গোড্ডা যেহেতু একটি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, তাই এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যা হয়েছিল বিস্তর। নিজেদের চাষের জমি আদানির কাছে বেচতে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছিলেন, আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু ওই শিল্পগোষ্ঠী মোটা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিক্ষুব্ধদের প্রায় সবাইকে জমি দিতে রাজি করিয়ে ফেলছে। শুধু দুই জন প্রতিবাদী--- গোড্ডার মোতিয়া গ্রামে প্রবীণ গান্ধীবাদী চিন্তামণি সাহু আর সীতা মুর্মু নামে দুজন আদিবাসী নারী, তারা এখনও জমি দিতে নারাজ এবং আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু আদানি তাদের জমি এখন প্ল্যান্টের বাইরে রেখেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। গোড্ডার জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আসবে ওড়িশাতে আদানির এই ধামরা পোর্টে গোড্ডার জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আসবে ওড়িশাতে আদানির এই ধামরা পোর্টে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জল আসবে সাহেবগঞ্জ থেকে। সে জন্য সাহেবগঞ্জ থেকে গোড্ডা পর্যন্ত পাইপলাইন বসানোর কাজও শেষ।

গোড্ডায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে প্রবেশ করবে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে। এর জন্য আদানি গোষ্ঠী গোড্ডা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ১০৫ কিলোমিটার লম্বা আলাদা (ডেডিকেটেড) একটি ট্রান্সমিশন লাইনও তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে গোড্ডার বিদ্যুৎ বাংলাদেশের পাওয়ার গ্রিডে যুক্ত হবে। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত একটি ট্রান্সমিশন লাইন সক্রিয় আছে, যেখানে দুটি দেশের পাওয়ার গ্রিড যুক্ত। কিন্তু গোড্ডার জন্য এই লাইন যথেষ্ট নয় বলেই আদানি গোষ্ঠী এর সমান্তরালে দ্বিতীয় একটি ডেডিকেটেড লাইন বানিয়েছে।

প্রায় এক দশক ধরে গোড্ডা সংসদীয় কেন্দ্রের এমপি বিজেপির ডাকসাইটে নেতা নিশিকান্ত দুবে, যিনি এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারে আগাগোড়া খুবই উৎসাহী। এদিন তিনি টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে বলেন,আর মাত্র এক মাসের মধ্যে গোড্ডায় প্রোডাকশন শুরু হয়ে যাবে বলে আমিও নিশ্চিত। গৌতম আদানির মাপের একজন শিল্পপতি নিজে বাংলাদেশ সরকারকে যে কথা দিয়েছেন, সেটা তিনি যেকোনও মূল্যে রাখতে চাইবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জাতীয় প্রেস দিবসে করিমগঞ্জে সাংবাদিকের পুস্তক উন্মোচন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'আমার বাবা রাইমোহন দেবনাথ ও বরাকের বাউল সাধনা' শীর্ষক পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেছেন করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ড় রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী।

প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের সভাপতি তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক মিহির দেবনাথের লেখা এই পুস্তক উন্মোচন করে ড় চক্রবর্তী বলেন, মা-বাবার ঋণ শোধ করা যায় না। তবুও বাবার সেই সব দিনের কর্মময় জীবন এবং বরাকের বাউলশিল্পের সাধনার তত্ত্ব যেভাবে পুস্তকে তুলে ধরেছেন মিহির দেবনাথ তা কম বড় কথা নয়। আমরা জানি, কোনওদিনই মা-বাবার ঋণ শোধ করা যায় না। তবুও তাঁদেরকে স্মরণ করা এবং তাঁদেরকে স্মরণীয় করে রাখার যে প্রচেষ্টা সাংবাদিক মিহির দেবনাথ নিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। তিনি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সতু রায়, করিমগঞ্জের সহকারী কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক বহ্নিখা চেতিয়া, রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অশোক দাস সাংবাদিক চন্দন রায়, অসীম দেব, রবীন্দ্রসদন কলেজের মাসকমের অধ্যাপক হোসেন মোহম্মদ বজলুল নূর, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অরূপ রায় প্রমূখ।

'আমার বাবা রাইমোহন দেবনাথ ও বরাকের বাউল সাধনা' শীর্ষক পুস্তকটি সঠিক সাহিত্য পত্রিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক তথা সাংবাদিক মিহির দেবনাথ এই পুস্তকটি উৎসর্গ করেছেন ভাষা সংগ্রামী ও প্রাক্তন সাংবাদিক সতু রায় এবং প্রাক্তন সাংসদ জননেতা ললিতমোহন শুক্লোবৈদ্যকে।

প্রসঙ্গত, সাংবাদিক মিহির দেবনাথের লেখা অন্য আরও তিনটি পুস্তক যেমন কাঙ্গাল দাসের দোতারা ও অন্যান্য গল্প (গল্প সংকলন), মন্দ্র সপ্তক (গল্প সংকলন), এবং ঝিনুকে মুক্তা (প্রবন্ধ সংকলন)। অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রসদন কলেজের সভাকক্ষে সম্পন্ন হয়েছে।

করিমগঞ্জের কলকলিঘাটে সম্পন্ন ষোলো প্রহর হরিনাম সংকীর্তন

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : অসংখ্য ভক্তের সমাগমে ষোলো প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন সম্পন্ন হল পাথারকান্দির কলকলিঘাটে অবস্থিত শ্মশান কালীবাড়িতে।

রবিবার অধিবাসের মাধ্যমে এই হরিনাম মহাযজ্ঞের শুভ সূচনা হয়। পরের দিন সোম ও মঙ্গলবার দিবারাত্র চলে মহাপ্রভুর লীলা সংকীর্তন। এতে স্থানীয় কীর্তনীয়া দল সহ বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বিহার, নবদ্বীপ, কলকাতা ও বাংলাদেশের স্বনামধন্যয বিভিন্ন কীর্তনীয়া দল অংশগ্রহণ করে নামসুধা পরিবেশন করেছে।

বুধবার দুপুরে মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি নিয়ে নগর পরিক্রমা শেষে দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও মহন্ত বিদায়ের মধ্য দিয়ে মহাসংকীর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা জানান, এই কীর্তনটি আগে কলকলিঘাট বাজারে হত। গতবার থেকে স্থানীয় শ্মশান কালীবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রথমবার এখানে অষ্টপ্রহর কীর্তন হয়। এবার তা ষোলো প্রহর করা হয়েছে। এতে অনেকে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। গোটা কীর্তন কার্যক্রমকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আয়োজক কমিটির পক্ষে রুপন মালাকার, অজয় দেব, নারায়ণ দে, বিমান পাল, অরবিন্দ চন্দ, বিজয় শুক্লবৈদ্য, অনন্ত নমশুদ্র সহ অন্যরা সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বালিতে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখলেন মোদী, জি-২০ নেতাদের সঙ্গে রোপণ করলেন গাছ

বালি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ইন্দোনেশিয়ার বালিতে তমন হুতান রায়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ প্রমুখ জি-২০ নেতাদের সঙ্গে বালির ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখার পাশাপাশি গাছও রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য জি-২০ নেতারা। তমন হুতান রায়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গল সকলকে ঘুরিয়ে দেখান ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো।

জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বুধবার সকালে প্রথমে একত্রে মিলিত হন বিভিন্ন জি-২০ নেতারা। সেখান থেকে তাঁরা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হন। ঘুরে দেখেন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যান্য জি-২০ নেতারা ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ভ্রমণ ও ঘুরে দেখেন। পরে জি-২০ নেতাদের সঙ্গে গাছ রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যান্য জি-২০ নেতারা বালিতে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ঘুরে দেখেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য একত্রিত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ম্যানগ্রোভ অ্যালায়েন্স ফর ক্লাইমেটে ভারতও যোগ দিয়েছে।

শুক্রবার রামকৃষ্ণনগরের নেতাজিবাগে শহিদ সাগর-দীপক স্মরণ

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বিগত বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগরে আগামী ১৮ নভেম্বর শহিদ সাগর-দীপকের ৪১-তম শহিদ স্মরণ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। রামকৃষ্ণনগর নেতাজি বাগ প্রাঙ্গণে শহীদ সাগর দীপকের বেদিতে উদযাপন করা হবে।

এদিন সকাল ১০টায় রামকৃষ্ণনগরের নেতাজিবাগ প্রাঙ্গণে শহিদ সাগর দীপকের স্মৃতিসৌধে মাল্যদান, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হবে। এর পর আয়োজিত অনুষ্ঠানে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। শহিদ দিবসের সকল কার্যসূচিতে উপস্থিত থাকার জন্য স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এতদঅঞ্চলের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে সাগর দীপক স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন সাগর দীপক স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণ চৌধুরী।

''এখন যুদ্ধের যুগ নয়', জি-২০ সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রীর বার্তা প্রভূত সমাদৃত

বালি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ সম্মেলনে বড়সড় কূটনীতিক প্রাপ্তি ভারতের। জি-২০ সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে ''আজকের যুগ যুদ্ধের হওয়া উচিত নয়'' লাইনটি ব্যবহার করে হয়েছে, চলতি বছরের শুরুর দিকে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ এটি। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বার্তা জি-২০ নেতাদের সমগ্র বিশ্বে প্রভূত সমাদৃত হয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা 'এখন যুদ্ধের সময় নয়' সমস্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে খুব গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছিল। ঘোষণা পত্র অনুযায়ী ভারত মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত ঐন্দ্রিলা, অভিনেত্রীর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটেই

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): আরও সঙ্কটজনক অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। স্ট্রোকের পর এ বার হৃদ্‌রোগেও আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেত্রী। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়। দেওয়া হয়েছে 'সিপিআর'। গত সপ্তাহে ঐন্দ্রিলার দ্রুত সেরে ওঠার আশা দেখা যাচ্ছিল যেখানে, চলতি সপ্তাহের ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত।

মঙ্গলবার হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছিল, স্ক্যান রিপোর্টে দেখা যায়, ব্রেন স্ট্রোকের পর মাথার যে পাশে অস্ত্রোপচার হয়েছিল ঐন্দ্রিলার, তার বিপরীত দিকে রক্ত জমাট বেঁধেছে। যা নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে। এরইমধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেত্রী। পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

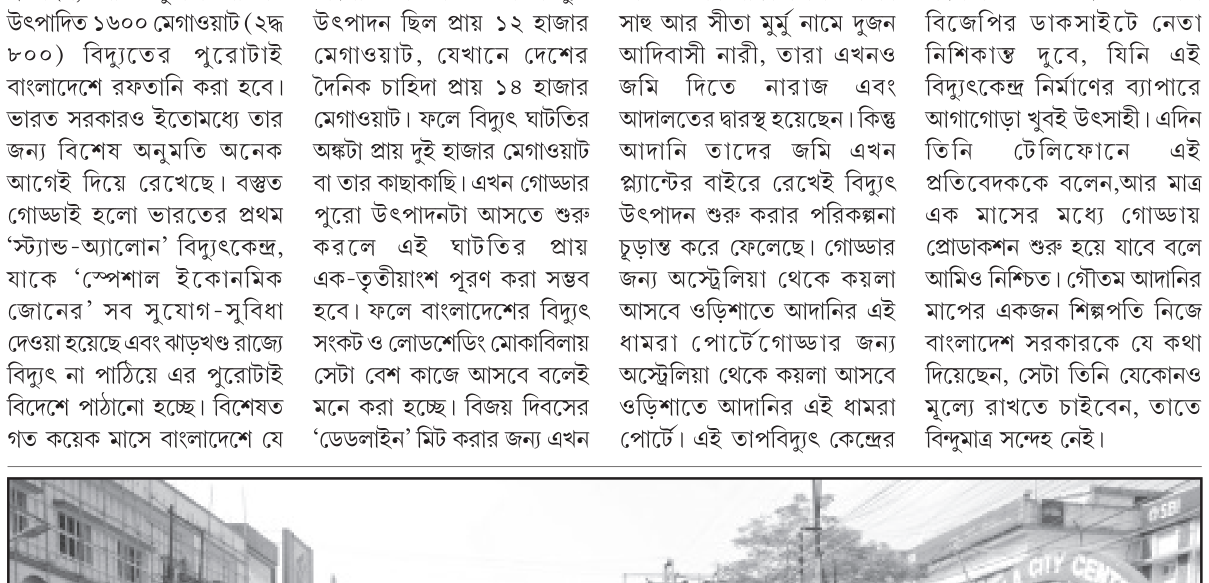

বেকার সমস্যার প্রতিবাদে বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে আগরতলায় মিছিল। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতে কলা বা আপেল কোনটি খাওয়া স্বাস্থ্যকর?

ঠাণ্ডায় কলা কম খাওয়া হয়, কারণ ঠাণ্ডা-সর্দির ভয়ে মানুষ তা খায় না, তবে কলায় রয়েছে ফাইবার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজের মতো এমন অনেক গুণ। ঠাণ্ডায় কলা খাবেন কি খাবেন না তা নিয়েই এখন মানুষের সামনে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই আজকে আমরা আপেল এবং কলা সম্পর্কে বলছি কারণ আপেলও একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল, যা অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। কলা নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। এগুলি কাঁচা খাওয়া যায়, এগুলি থেকে স্মুদিও তৈরি করা যায় এবং বেকিংয়ের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপেলগুলিতে কলার চেয়ে বেশি ফাইবার থাকে, তারা অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে এবং তৃপ্তি বাড়াতে সহায়তা করে। আপেলে রয়েছে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। এটি ভালো কোলেস্টেরল তৈরিতেও সাহায্য করে। কলাকে ফাইবারের ভালো উত হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এতে আপেলের চেয়ে সামান্য বেশি প্রোটিন থাকে। এগুলিতে প্রতিরোধী স্টার্চও রয়েছে, যা আপনার শরীর হজম করতে পারে না এবং কোলনে গাঁজন করে। যাইহোক, এটি স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া প্রচারে সাহায্য করে এবং হজম প্রক্রিয়াকেও ধীর করে দেয়। কলায় পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়। যদিও আপেল এবং কলা উভয়ই ভালো স্ন্যাকস হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে আপনি যদি চিনি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তবে আপনার আপেল খাওয়া উচিত কারণ এটি ক্ষুধা এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

এক বাটি ভাত বেঁচে গিয়েছে? ফেলে না দিয়ে রেঁধে নিন এই পদ দুই পদ

শীতে সহজে খাবার নষ্ট হয় না। আর ভেতো বাঙালির অনেক সময় ভাত বেঁচে যায়। সব সময় মাপ করা রান্না করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া অনেকেই একটু বেশি করে ভাত রান্না করলে তা বেঁচে যায়। কিন্তু বাসি ভাত খেতে চান না অনেকেই। কিন্তু রোজ রোজ ভাত বেঁচে গেলে তা নষ্ট করা উচিত নয়। যতই হোক ভাত অন্নপূর্ণা।

খাওয়ার পর ভাত বেঁচে গেলে তা ফ্রিজে তুলে রাখা হয়। অনেকেই পরদিন সেই ভাত লাঞ্চে বা ব্রেকফাস্টে খান। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটালেই আপনি ওই বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে নতুন পদ রেঁধে নিতে পারেন।

ব্রেকফাস্টের জন্য বানিয়ে নিন ভাত ভাজা বাসি ভাত দিয়ে পরদিন সকালে ভাত ভাজা বানিয়ে নিন। হালকা টিফিনের জন্য রেঁধে নিতে পারেন এই পদ। গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিনস কুচি কুচি করে কেটে নিন। এক কাপ ছাড়ানো কড়াইশুটি নিন। কড়াইতে সামান্য সাদা তেল দিয়ে এই সবজিগুলো ভেজে নিন। ফ্রিজে যদি চিংড়ি মাছ, চিকেন কিংবা ডিম থাকে তাহলে জমে থাকে এই ভাত ভাজা। চিংড়ি মাছ, চিকেন কিংবা ডিমটাও ভেজে নেবেন। এবার আবার কড়াইতে সামান্য সাদা তেল দিন। এবার এতে বাসি ভাতটা দিয়ে দিন। এতে ধীরে ধীরে সব সবজির টুকরো এবং চিংড়ি মাছ, চিকেন কিংবা ডিম ভাজাটা দিয়ে দিন। স্বাদ অনুযায়ী নুন, চিনি ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিন। ব্যস তৈরি আপনার সুস্বাদু ভাত ভাজা।

দুপুরের জন্য বানিয়ে নিন লেমন রাইস লেমন রাইস দক্ষিণ ভারতের একটি জনপ্রিয় পদ। বাসি ভাত দিয়ে আপনি এই পদ তৈরি করতে পারেন। গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিনস সরু সরু করে কেটে নিন। আপনি আপনার পছন্দের যে কোনও সবজি ব্যবহার করতে পারেন। কড়াইতে সামান্য সাদা তেল দিয়ে এই সবজিগুলো ভেজে নিন। এর সঙ্গে আপনি এক মুঠো কাজুও ভেজে নিন। এবার কড়াইতে আবার সাদা তেল গরম করুন। এতে গোটা সর্ষে এবং শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন। এতে অড়হর ডাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। যে পরিমাণ ভাত রয়েছে তার অর্ধেক ডাল নেবেন। এরপর এতে বাসি ভাত দিয়ে দিন। এতে কাঁচা লঙ্কা ও কারি পাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার এতে সমস্ত সবজি দিয়ে দিন। উপর দিয়ে কয়েক চামচ লেবুর রস দিয়ে দিন। স্বাদ অনুযায়ী নুন, চিনি মিশিয়ে দিন। দুপুরে জমিয়ে খান টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদের লেমন রাইস।

নিরামিষাশীদের বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন অ-মাংশাসীরা

ডিপ্রেশনের সমস্যায় এখন অনেকেই ভুগছেন। তবে নতুন এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ এক তথ্য। যাঁরা নিরামিষ খান, তাঁরা আমিষাশীদের তুলনায় অনেক বেশি ডিপ্রেশনের শিকার। যাঁরা নিজের প্রয়োজনে বা সামাজিক কোনও কারণে মাছ, মাংস অ্যাগ করেছেন তাঁদের মধ্যে এই মন-খারাপ আরও খানিকটা বেশি। জার্নাল অফ অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডারে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, মোট ক্যালোরি, প্রোটিনের পরিমাণ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গ্রহণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের স্তরের উপর নির্ভর করে পুষ্টির পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। আর সেখান থেকে দেখা গিয়েছে নিরামিষাশীদের মধ্যে ডিপ্রেশন সবচাইতে বেশি। এর কারণ কিন্তু খাবারের মধ্যে পুষ্টির অভাব তা নয়। তবে নিরামিষাশী আর হতাশার মধ্যে যোগসূত্র কি? যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের মনে হয়, যাঁরা মাংস খাচ্ছেন তাঁরা পরিবেশের খুবই ক্ষতি করছেন। অকারণে প্রচুর পশুহত্যা হচ্ছে। আর এই পাপবোধ থেকেই তাঁরা ডিপ্রেশনে ভোগেন। একই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে নানা অপরাধবোধ চলতে থাকে। তাঁরা ভাবেন, কেন অন্যরা তাঁদের মতো করে ভাবতে পারে না। শুধুমাত্র মাংসের চাহিদা মেটাতেই প্রচুর পরিমাণ প্রাণীকে রোজ মেরে ফেলতে হয়। এছাড়াও যাঁরা আমিষ খান তাঁদের মধ্যো হিংসাত্মক প্রবণতা বেশি হয় এমন ধারণাও রয়েছে কিছু মানুষের মধ্যে। আর তাই ব্রাজিলের এই গবেষণা বলছে, যাঁরা আমিষ থেকে নিরামিষাশি হয়েছেন তাঁদের মধ্যেই ডিপ্রেশন তুলনায় বেশি। আমাদের দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের রোজের খাবারের তালিকায় মাছ-মাংসের পরিবর্তে নিরামিষ থাকে। বলা ভাল, ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এই নিরামিষ খাবারেই অভ্যস্ত। এছাড়াও সুস্থস থাকতে অনেকের মধ্যে নিরামিষ খাবার খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তার পিছনে ধর্মীয়, সামাজিক বা ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। আর তাই নিরামিষ খাবার খেলে সেই ডায়েটের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট থাকে তা জেনে নেওয়া জরুরি। বয়স এবং লিঙ্গভেদে সব মানুষের ডায়েট আলাদা হয়। শুধু নিরামিষাশীদের মধ্যেই যে বিষন্নতা আসে তা নয়, বিষন্নতা থেকেও নিরামিষ খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। পশুহত্যা, মাংস-মাছ খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা অপরাধ বোধে ভোগেন অজান্তেই সেই ডিপ্রেশন থেকে তাঁরা নিরামিষাশী হয়ে যান।

অতিরিক্ত ঝাল খেলে দেহে যা যা ঘটে

ঝাল খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। বেশি করে ঝাল দেওয়া খাবার খেলে কী হয় জানেন কি? বিশেষ করে কাঁচা মরিচ খেলে স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হয়। আরণ এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার, থিয়ামিন, রাইবোফ্লবিন, নিয়াসিন, ফলেট, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাস। একই সঙ্গে আছে আরও বেশ কিছু পুষ্টিকর উপাদান, যেমন- ভিটামিন এ, সি,কে,বি ৬, পটাশিয়াম, কপার ও ম্যাগনেসিয়াম। এসব উপাদান শরীরের জন্য খুবই উপকারী। তাই যারা ঝাল খেতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য সুখবর! জেনে নিন ঝাল খেলে শরীরে কী ঘটে- হার্ট সুস্থ রাখে কাঁচা মরিচ। এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। একই সঙ্গে তেমনি ট্রাইগ্লিসারাইড যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। এমনকি রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা থেকেও রক্ষা করে এইউপাদান। ফলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি যায় কমে। স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে। মন খারাপ থাকলে ঝাল ঝাল কিছু খেয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে বা ঝালমুড়িতে বেশি করে কাঁচা মরিচ খেয়ে দেখুন! মন-মেজাজ একেবারে চাঙ্গা হয়ে যাবে। আসলে কাঁচা মরিচ খেলে অ্যান্ডোরফিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে স্ট্রেস লেভেল তো কমেই, সেই সঙ্গে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

শীতের দিনে বানিয়ে ফেলুন বড়ি দিয়ে এই ক্লাসিক মাছের ঝোল

শীত মানেই বাজারে হরেক সবজির মেলা। টাকটা শাক-সবজি দেখে কার না ব্যাগ ভর্তি করতে ইচ্ছে করে। ধনেপাতা, টমেটো, পালং শাক, ক্যাপসিকাম, মুলো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলি, গাজর, বেগুন আরও কত কিছু। শীতের সবজির স্বাদই অন্যরকম। আর এই টাকটা শাক-সবজি দিয়ে তৈরি তরকারি, মাছের ঝোল খেতেও বেশ লাগে।

শীতে ফুলকপি, শিম, মুলো এসব দিয়ে মাছের ঝোল প্রায়শই হয় সব বাড়িতে। অনেকে আবার বড়ি, বেগুন দিয়েও ঝোল বানিয়ে নেন। মাছের ঝোলের সঙ্গে বাঙালির অদ্ভূত একটা যোগাযোগ রয়েছে। যতই বিরিয়ানি, পোলাও পাতে থাক না কেন গরম ভাতে মাছের ঝোলের স্বাদই আলাদা। আর শীতে একবাটি রকমারি সবজি দিয়ে মাছের ঝোল খেতেও ভীষণ ভাল লাগে। এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাছ খেতেই চায় না। ডিম আর মাংসতেই তারা মজে থাকে। তবে এই মাছ দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় হরেক রকম ঝাল-ঝোল। আজ রইল ক্লাসিক কিছু মাছের ঝোলের রেসিপি।

বড়ি দিয়ে মৌরলা মাছের ঝোল

মৌরালা মাছ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে নুন আর হলুদ মাখিয়ে নিন। এবার সরষের তেলে কড়া করে মাছ ভেজে নিন। মাছ তুলে নিয়ে ওর মধ্যে পাঁতফোড়ন, সরষে আর কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। এবার বেগুনের টুকরো তেলে ভেজে তুলে রাখুন। বড়ি ভেজে নিন। এবার এর মধ্যে মাছ দিন। পছন্দ মতো নুন আর চিনি দিতে হবে। তেঁতুল গোলা জল ভাল করে কাথ বের করে ছেঁকে নিন। নইলে কমালালেবুর রস করে নুন আর চিনি মিশিয়ে তাও ঢেলে দিতে পারেন। এবার মাছ, বেগুন সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে নিন। উপর থেকে বড়ি ছড়িয়ে দিন। ব্যাস তৈরি মাছের ঝোল।

ফুলকপি দিয়ে পাবদা মাছ

এই রান্নাতে কোনও রকম মশলা লাগে না। মাছ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে মাছ ভেজে তুলে রাখুন। কড়া ভাজা হবে না। ফুলকপি, আলু ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। কড়াইতে ওই সামান্য তেলেই কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে আলু, ফুলকপি দিন। কাঁচা লঙ্কা চিরে দিন। জিরে গুঁড়ো দিন। স্বাদমতো নুন, হলুদ আর চিনি দিয়ে কষিয়ে জল দিন। ফুটে এলে মাছ ছেড়ে দিন। সিম বড়ি দিয়ে কাটা পোনার ঝোল

মাছের টুকরোতে ভাল করে নুন হলুদ মাখিয়ে নিন। এবার সিম, ফুলকপি, ধনেপাতা , টমেটো আলাদা করে কেটে নিন। মাছ আগে ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইতে কালোজিরে, সবজি , নুন, হলুদ দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন, চিনি মিশিয়ে নিন। জল দিয়ে ফুটতে দিন। ফুটে এলে মাছ ছেড়ে দিন। এবার ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন।

ডিনারে একটু অন্য স্বাদ পেতে অল্প তেল-মশলা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন ফুলকপির দম কাশ্মীরি

শীতকালে ফুলকপির রেসিপি হবে না, তা কী করে হয়! শীতে উঠেছে ফুলকপি ও কড়াইশুটি! দুই উপকরণের জুটিতে রান্নায় যে কী পরিমাণ স্বাদ তৈরি হয়, তা বাঙালি ছাড়া আর কেই বা উপলব্ধি করতে পারে! ফুলকপি রোস্ট, ফুলকপির তরকারি, ফুলকপির বড়া, ফুলকপির ঝোল, ফুলকপির পুর দিয়ে সিঙ্গারা, ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল, ফুলকপির পরোটা শীতকালে ফুলকপিকে কেন্দ্র করে নানা পদ রান্না হয় বাঙালির হেঁসেলে।

নিরামিষ খাবারের সঙ্গে ফুলকপির ঝাল-ঝাল তরকারি মন্দ লাগে না। তাই পুজোর বাড়িতে ভোগ হিসেবে ফুলকপির একটি নিরামিষ পদ থাকবেই। আর ফুলকপির যে কোনও রেসিপির স্বাদই যে অতুলনীয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই রেসিপিগুলির সঙ্গে একেবারে নতুন স্বাদের নিরামিষ ফুলকপির রান্না অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। অল্প তেল, অল্প মশলা দিয়েও ফুলকপির সুস্বাদু পদ তৈরি করা সম্ভব। গেস্ট এলেও তাদের চমকে দিতে এই নয়া রেসিপিটি বানাতে পারেন। আধঘণ্টার মধ্যেই নিরামিষ ফুলকপির দম কাশ্মীরি রেঁধে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন পরিবারকেও। কীভাবে রান্না করবেন, কী কী লাগবে, সবটাই জেনে নিন এখানে

উপকরণ- ফুলকপি- টুকরো করে কাটা, সাদা তেল- ৩ টেবিলস্পুন, কাঁচালঙ্কা- ৫টি, হলুদ গুঁড়ো- ৩ চা চামচ, কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো- ৩ চা চামচ,কাজুবাদাম- ৮-১২টি,চার মগজ- ২ চা চামচ মৌরি- ১ চা চামচ,টক দই- ২ চা চামচ, চিনি- স্বাদমত, কসুরি মেথি- ২ চা চামচ,টমেটো- মাঝারি মাপের একটি, আদা- হাফ ইঞ্চি, গুঁড়ো দুধ বা গরুর দুধ- ২ চা চামচ, জল- প্রয়োজন মত

পদ্ধতি-সাদা তেলে টুকরো করে কাটা ফুলকপিগুলি দিয়ে দিতে হবে। এরপর তাতে এক চিমটে নুন ও হলুদ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে নিতে হবে। ৩-৪ মিনিট ধরে রান্না করুন। মাঝারি আঁচে রেখে অল্প বাদামি আভা এলেই ফুলকপিগুলি তেল ছেঁকে আলাদা করে রেখে দিন। এবার একই কড়াইয়ে ২ টেবিলস্পুন তেল দিয়ে তাতে ফোরণ হিসেবে মৌরি দিন। অল্প অপেক্ষা করার পর তাতে দিতে হবে কাজুবাদামের পেস্ট। এই কাজবাদামের পেস্ট কীভাবে তৈরি করবেন। শুকনো অবস্থায় ৮-১২টি কাজুবাদাম, ২ চা চামচ চারমগজ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। হয়ে গেলে ব্লেন্ডারে ১টি মাঝারি সাইজের টমেটো কুচি, হাফ ইঞ্চি আদা, ২-৩টি কাঁচালঙ্কা ও অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ফের একবার ব্লেন্ড করে নিন। পেস্ট বানানো হয়ে গেলে এবার তেলে ছাড়া মৌরির ফোড়ণের মধ্যে এই মিশ্রণটি দিয়ে দিন। হালকা নাড়াচড়া করার পর তাতে স্বাদমত নুন, ১ চা চামচ হলুদ, ১ চা চামচ কাশ্মীরি শুকনো লংকার গুঁড়ো দিয়ে দিন। ২-৩ মিনিট ধরে মশলাগুলিকে কষিয়ে নেওয়ার পর দিতে হবে ২ চা চামচ ফেটানো টক দই। মাঝারি আঁচে এবার নেড়ে নেড়ে রান্না করতে হবে। মিষ্টি যদি খেতে পছন্দ করেন তাহলে হাফ চা চামচ চিনি দিয়ে নেড়ে নিতে পারেন। তবে টকদই দেওয়ায় রান্নায় সামঞ্জস্য আনতে অল্প পরিমাণ চিনি দিতে পারেন। এরপর ভেজে রাখা ফুলকপি গুলি মশলার মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে দিন। ৩-৪ মিনিট নেড়ে মিশিয়ে নিন। হয়ে গেলে প্রয়োজনমত জল দিতে হবে। বেশি জল নয়। গরম জলও দিতে পারেন। এবার ২-৩টি কাঁচালঙ্কা চিরে কড়াইয়ে দিয়ে দিন। ৫-৬ মিনিট রান্না হতে দিন। এবার কড়াইয়ে দিন ২ চা চামচ গুঁড়ো দুধ। এমনি গরুর দুধও ব্যবহার করতে পারেন। মিনিট দুয়েক রান্না করুন ঢাকনা দিয়ে। এরপর কসুরি মেথি গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিয়ে আরও একবার নেড়ে মিশিয়ে নিন। থকথকে কাইয়ের মত ঘন হয়ে এলে নামিয়ে রাখুন। গরম গরম ভাত, রুটি, পরোটার সঙ্গে নিরামিষ ফুলকপির দম কাশ্মীরি পাতে দিলে জমে যাবে একেবারে।

যেসব কারণের জন্য প্রতিদিন ডার্ক চকলেট খাবেন

চকলেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ- আমরা এটাই জানি সবাই। তবে জানেন কি নিয়মিত চকলেট খেলে সুস্থ থাকা যায়? প্রতিদিন ১০০ গ্রাম ডার্ক চকলেট খেতে পারেন সুস্থ থাকতে চাইলে। ডার্ক চকলেটে থাকে প্রচুর পরিমাণে কোকো। এছাড়া এতে অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে যা অনেক রোগ থেকে দূরে রাখতে পারে আপনাকে।

জেনে নিন ডার্ক চকলেটের উপকারিতা সম্পর্কে।

- সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কোকোর মাত্রা বেশি থাকে এমন চকলেট খেলে ইনসুলিনের উতাদন বেড়ে যায়। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায় না। কোকোতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা বিটা সেলের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ইনসুলের উতাদন বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- ১০০ গ্রাম ডার্ক চকেলেটে প্রায় ১১ গ্রাম ফাইবার, দৈনিক চাহিদার ৬৭ শতাংশ আয়রন, ৫৮ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম, ৮৯ শতাংশ কপার এবং প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, জিঙ্ক এবং সেলেনিয়াম রয়েছে। এসব উপাদান শরীর গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে ব্রেনের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে।
- ডার্ক চকলেটে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা শরীরের ভেতরে থাকা ক্ষতিকর পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে।
- চকলেটে ফ্লেভোনল নামক একটি উপাদান রয়েছে যা আর্টারির আবরণে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে। এই গ্যাসটি আর্টারির স্ট্রেস কমানোর পাশাপাশি রক্তচাপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি শরীরে রক্তের প্রবাহ বাড়াতে ডার্ক চকলেটের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।
- নিয়মিত ডার্ক চকলেট খাওয়ার অভ্যাস থাকলে রক্তে বাজে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে শুরু করে। ফলে হার্টের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে।

আগরতলায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

দিল্লিতে ইউজিসি-র দফতরের সামনে ধর্না বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন নির্দেশিকার বিরুদ্ধে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন আইফুকটো তিন দিন ধরে দিল্লিতে ইউজিসি-র দফতরের সামনে ধর্না বিক্ষোভের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বুধবার থেকে ওই ধর্না চলবে শুক্রবার পর্যন্ত।

প্রথম থেকেই বাংলার শিক্ষা শিবির বিতর্কিত জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক ভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার কেন্দ্রীয় প্রবণতার প্রতিবাদে সরব। এ বার পিএইচ ডি-র নতুন নিয়মবিধিও সেই বিরুদ্ধতার আওতায় এসে গেল।

পিএইচ ডি করার ন্যূনতম মান এবং পদ্ধতির বদল নিয়ে ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাদের নতুন 'রেগুলেশন' বা নিয়মাবলি ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছে।

নতুন নিয়মাবলি অনুযায়ী চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমে ৭৫ নম্বর পেলে সরাসরি পিএইচ ডি করা যাবে। চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে এক বছরের স্নাতকোত্তরের পাঠ্যক্রম করলেও পিএইচ ডি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে নিয়মাবলিতে। পরিবর্তিত বিধিতে পিএইচ ডি-র থিসিস বা গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার আগে কোনও 'রেফার্ড জার্নাল' বা নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত পত্রে গবেষণা-ভিত্তিক রচনা প্রকাশ আবশ্যিক নয়।

এই সব বিষয় নিয়ে শিক্ষা শিবিরে একাংশ ইতিমধ্যেই আপত্তি জানাতে শুরু করেছে। আইফুকটো-র সভাপতি এবং রাজ্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (ওয়েবকুটা) সাধারণ সম্পাদক কেশব ভট্টাচার্য বলেন, "এই নিয়ে আমরা প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছি। দিল্লির ধর্নাতেও এই নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে।"

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সংগঠন আবুটার সহ-সভাপতি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক তরুণকান্তি নস্কর মঙ্গলবার বলেন, "এই নিয়মবিধিতে চার বছরের ডিগ্রিধারীদের পিএইচ ডি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের কথা বলা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্বের শিক্ষক পার্থিব বসু বলেন, "চার বছরের স্নাতকের পরে মাত্র এক বছরের স্নাতকোত্তর করে পিএইচ ডি করার ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে দু'বছরের স্নাতকোত্তর পড়াশোনার গভীরতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই গভীরতা স্নাতকোত্তর স্তরে মাত্র এক বছর পঠনপাঠনে অর্জন করা কষ্টকর।"

রোড শো করে ১৭ নভেম্বর ইডি অফিসে যাবেন হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বেআইনি খনির ইজারা মামলায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ইডি। বৃহস্পতিবার রোড শো করে ইডি অফিসে যাবেন হেমন্ত সোরেন। রোড শো কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ১৭ নভেম্বরের পরিবর্তে ১৬ নভেম্বর ইডি-র সামনে হাজির হতে চেয়েছিলেন। এর জন্য হেমন্ত সোরেন ইডির কাছে আবেদনও করেছিলেন কিন্তু ইডি তার আবেদন খারিজ করে দেয়।

উল্লেখ্য, গত ৬ মে থেকে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় তদন্ত করছে ইডি দল। এই তদন্তের সময়, ইডি প্রথমে পূজা সিংগালের সিএ সুমন সিংকে গ্রেফতার করে, তারপরে আইএস পূজা সিংগালকে গ্রেফতার করা হয়। সুমন সিংয়ের বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি দল। এই তদন্তের সময়, ইডি অবৈধ খনির মামলায় পঙ্কজ মিশ্র এবং তার সহযোগী বাচ্চু যাদবকে গ্রেফতার করে। ইডি-র এই তদন্তে পঙ্কজ মিশ্রের বাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন-র চেক বইও উদ্ধার করা হয়েছে।

MT NO: e-PN1T-20/EE/RDD/STC/2022-2023 Dated:- 09/11/2022

The Executive Engineer, RA) Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 2:00 P.M. of 30/11/2022 for 08 (Eight) nos material procurement. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-3068/22

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

CORRIGENDUM

In references DNIT No. 16 / EE / AGRI/WEST/2022-23, and Press Notice Inviting Tender No. 10/EE/AGRI (WEST) / 2022-23, dated 11- 11 - 2022, please read Time & date of opening bid/Technical of tender on 13.12.2022 at 11.00 hrs., instead of 30.12.2022 at 11.00 hrs. against the work 'Construction of Office Cum Labour Shed, Kitchen In/C Toilet Block and 1(One) No SBDTW With 2 HP Capacity For 3000 MT Fertilizer Go-Down at Padmabil, Khowai District. (2" call).

Also please read DNIT no 16/EE/AGRI/WEST/2022 - 23 instead of DNIT no 16/EE/AGRI/EE/WEST/2022 --23.

All other terms & conditions etc. shall remain unchanged.

(Er. Nikhil Roy)
Executive Engineer (West)
Department of Agriculture &FW
Tripura, Agartala.

ICA-C-3078/22

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIe-T NO: 74/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2022-23

Dated 14/11/2022

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer(OEM) of OTIS Lift / Original Equipment Manufacturer(OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:

Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 04 (Four) Nos. Elevators (OTIS make) of different capacity installed at Girls Hostel Building, Residential. Doctor Building, NTH-II and S.S Block near Dialysis ward in AGMC 86 GBP Hospital, Agartala, West Tripura for a period of 2(two) years during 2022-2024(2nd Call).

1. Estimated Cost: Rs 20,78,644.00
2. **Earnest Money: Rs 41,573.00**
3. **Bid Fee: Rs 1,000.00**
4. **Last date & time for online Bidding: 28/11/2022 upto 3:00 PM**

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

ICA-C-3072/22

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

Government of Tripura
Directorate of Institutional Finance
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala
Email ID- dif_agt@yahoo.in
No.F.12(51)-DIF/e-Auction/2021/1840 Dated.15 Nov, 2022.

NOTIFICATION

This is for information to all concerned that the depositors of (i) Waris Group of Companies (ii) Suchana Real Projects Private Ltd and (iii) Kama (Indian) Projects and Services Ltd, who have not received their deposited amount, can apply to their respective SDM's Offices from 17.11.2022 to 16.12.2022. But those who have already applied to the respective SDM's Offices, they need not require to submit it again.

Following to be mentioned along with application :

1. Name of Depositors along with mobile No. & address :-
2. Passbook / Certificate No. (with photocopy) :-
3. Deposited amount :-
4. Name of NBFC with address :-
5. Aadhar Card No. of the depositor :-
6. Pan Card No. of the depositor :-
7. Depositor's Bank A/c No., Bank Branch name & IFSC Code

(Rakhi Biswas. TCS, SSG)
Director,
Institutional Finance

ICA/D-1458/2022-23

ত্রিপুরা সরকার
ডাইরেক্টোরেট অফ ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স
পিএন. কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তি
এফ নং ১২(৫)-ডি.আই.এফ/ই-অকশান/ ২০২২/১৮৪০
তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২২)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমানতকারীগন যারা ১) ওয়ারিস গ্রুপ ও অফ কোম্পানিস ২) সূচনা রিয়াল প্রোজেক্টস সার্ভিসেস লিঃ এবং ৩) কামা (ইন্ডিয়ান) প্রোজেক্টস এবং সার্ভিসেস লি: ইত্যাদি সংস্থায় টাকা জমা রেখে ফেরত পাননি, তারা তাদের নিজ নিজ মহকুমার মহকুমা শাসকের অফিসে আগামি ১৭/১১/২০২২ ইং থেকে ১৬/১২/২০১২ ইং তারিখের মধ্যে আবেদন জমা দিতে পারবেন। তবে যে সকল বিনিয়োগকারী ইতিমধ্যে আবেদন (Claim) মহকুমা শাসকের অফিসে জমা দিয়েছেন, তাদের পুনরায় আবেদন জমা করতে হবে না।

আবেদন পত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে:-

১) বিনিয়োগকারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং :-
২) পাশবুক / সার্টিফিকেট (জেরক্স কপি সহ) নং :-
৩) জমাকৃত অর্থের পরিমাণ :-
৪) কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা :-
৫) বিনিয়োগকারীর আধার কার্ড নং :-
৬) বিনিয়োগকারীর পেন কার্ড নং :-
৭) বিনিয়োগকারীর ব্যাঙ্ক একাউন্ট নং ব্যাঙ্ক শাখার নাম এবং IFSC নং :-

অধিকর্তা
ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স

বিমানে মাস্কের প্রয়োজন নেই

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক বুধবার জানিয়েছে, বিমান ভ্রমণের সময় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এখন পর্যন্ত ফ্লাইটে ভ্রমণের সময় মাস্ক বা ফেস কভার ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল।

মন্ত্রক বিমান সংস্থাগুলিকে পাঠানো একটি চিঠিতে বলেছে, কোভিড -১৯ এর পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, জরিমানা/শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করার জন্য ইন-ফ্লাইট ঘোষণার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, দেশে করোনার সক্রিয় মামলার সংখ্যা ০.০২ শতাংশে নেমে এসেছে এবং পুনরুদ্ধারের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৭৯ শতাংশে।

হরিয়ানা বিধানসভায় শপথ নিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়ক ভব্য বিষ্ণোই

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার আদমপুর বিধানসভা আসন থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ক ভব্য বিষ্ণোই বুধবার হরিয়ানা বিধানসভায় শপথ নিলেন।

শপথ গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন ভব্য-র বাবা তথা বিজেপি নেতা কুলদীপ বিষ্ণোই।

রবিবার হরিয়ানার উপনির্বাচনের আদমপুর আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী ভব্য বিষ্ণোই জিতেছেন।

হরিয়ানার আদমপুর আসন -- বিষ্ণোইদের একটি দুর্গ হিসাবে বিবেচিত। বিজেপি, কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল এবং আম আদমি পার্টির (এএপি) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ করেছে।

ভব্য বিষ্ণোই আদমপুর বিধানসভা আসনে ৬৭,৩৭৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন, যেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী জয় প্রকাশ পেয়েছেন ৫১,৬৬২ ভোট। এর আগে সোমবার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক ভব্য বিষ্ণোই এবং কুলদীপ বিষ্ণোই রোহতকের ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জেলা কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের সাথে দেখা করেছিলেন।

মিজোরামের খনি দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : মিজোরাম খনি দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার মৃতদের নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। এদিন এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, মিজোরামে মর্মান্তিক পাথর খনি ধসের কারণে যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। প্রত্যেক মৃতের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা এক্স-গ্রেশিয়া দেওয়া হবে। আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সোমবার মিজোরামের হানথিয়াল জেলার মৌদারহ এলাকায় একটি পাথর খনির ধসে আট শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। বুধবার পর্যন্ত তা বেড়ে ১১ জনে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে স্কুলে যাওয়ার সময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের

সোনভদ্র ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের কৌন থানা এলাকায় বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার সময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের। পুলিশ জানিয়েছে, মিতিহিনিয়ার বাসিন্দা ১৫ বছরের সন্দীপ কুমার গৈরবন্তী ইন্টার কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। বুধবার সকালে সন্দীপ স্কুলে যাওয়ার সময় একটি বেপরোয়া গতির ট্রাক্টরের চাপায় গুরুতর আহত হয়।

ঘটনার পর গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি করে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করেছে। পলাতক ট্রাক্টরের চালক। পুলিশ সন্দীপের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মহারাষ্ট্রে পুন্য উদ্যমে এগিয়ে চলছে ভারত জোড়ো যাত্রা

ওয়াসিম, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : প্রথম দিনের মতই উৎসাহ ও উদ্দীপনা একেবারে অটুটই রয়েছে, কমেনি একটুও। বরং উৎসাহ ও উন্মাদনা আরও তুঙ্গে। বুধবার সকালে মহারাষ্ট্রের ওয়াসিম জেলা থেকে শুরু হয় """"ভারত জোড়ো যাত্রা"""", কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এদিনও পদযাত্রায় হাঁটেন অসংখ্য কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। মহারাষ্ট্রে বিগত কয়েকদিন ধরে পুন্য উদ্যমে এগিয়ে চলছে ভারত জোড়ো যাত্রা মহারাষ্ট্রের জনগণ """"ভারত জোড়ো যাত্রা""""-য় অসীম ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই মহারাষ্ট্রে ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মিলিয়ে আরও উজ্জীবিত কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেস নেতৃত্বদের মধ্যে তো উৎসাহ রয়েছেই, অনেক সাধারণ মানুষকেও পদযাত্রায় অংশ নিতে দেখা গিয়েছে এদিনও। ভারত জোড়ো যাত্রার মাঝে সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছেন রাহুল, অনেকের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন তিনি।

করিমগঞ্জের রাঙামাটিতে আট কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার ত্রিপুরার গাড়ি চালক

বাজারিছড়া (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : পাঁচদিনের মাথায় ফের বিলাসি গাড়িতে করে ড্রাগস পাচার করতে গিয়ে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ব্লকের বাজারিছড়া থানাধীন রাঙামাটিতে ধরা পড়ল প্রায় আট কোটি টাকার হেরোইন। এর সঙ্গে দামি গাড়ির চালকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে জেলা পুলিশ।

জানা গেছে, আজ বুধবার দুপুরে রাঙামাটি এডি ক্যাম্পের ইনচার্জ জগদীশচন্দ্র রাভা দলবল নিয়ে যখন নাকাচেকিংঙে ব্যস্ত, তখন মিজোরামের আইজল থেকে টিআর ০১ জে ৩৪৭১ নম্বরের একটি বলেরো গাড়িকে সন্দেহের বশে আটকে রাখা হয়।

খবর দেওয়া হয় করিমগঞ্জ জেলা পুলিশে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে তাঁর নেতৃত্বে গাড়িতে তালাশি চালিয়ে একটি গোপন চেম্বার থেকে ৯৯টি প্যাকেটে এক কেজি ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির কালোবাজারি মুল্য প্রায় আট কোটি টাকা হবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম। তিনি জানান, মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন ঠাকুরমুড়া গ্রামের জনৈক আহাদ মিয়াঁর ছেলে রাজু আহমেদ (২৭) নামের বলেরো চালককে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়েছে পুলিশ।

PNIeT No:- 39/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.06/SE/DWS/C/AMB/2022-23	Rs. 14348961.00	Rs. 286979.00	180 (one hundred eighty) days	Appropriate Class

➢ **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding :** 05-12-2022 up to 15.00 Hrs

➢ **Date and Time for Opening of BID :** 06-12-2022 at 16.00 Hrs.

➢ Website for Document Downloading and Bidding at Application **https://tripuratenders.gov.in**

➢ Tender Fee : **4000.00 each, non refundable).**

➢ Deppsiting of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through **https://tripuratenders.gov.in** for any query M-9436355955 / 03826-267230

All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in / www.eprocure.gov.in/epublishing**

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-3060/22

ICA-C-3022/22 **SHORT QUOTATION NOTICE**

Sealed quotations for hiring of the following vehicles are invited on behalf **of** the Governor, Tripura from the vehicles owners who have valid road permit for commercial utilization in Tripura state within prescribed rates of Govt. of Tripura, up to 17.11.2022.Upto 5:00 P.M. on all working days and the quotation will be opened if possible on 18.11.2022. **at 1:00 P.M.** the Quotation received after stipulated time & date, will be rejected.

SL No	Specification of Vehicle	Rates as prescribed in pursuance of the Memo NO.F.9 (5)-FIN (Expenditure-1)-2019 dated 29/11/2019 issued by the Finance Deptt. Govt. of Tripura & communicate vide Directorate letter NO.F.4(1)- DYAS/Vehicle/ 2018/9001-9012 dated 26.10.2022.	Rate to bequoted against theitem as indicted in Col. No.3
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Maruti Ecco (white color, purchased on or after 01.01.2020)	1.Detention Charge per day. 2.Running Charge per K.M (CNG). 3.Overtime Charge per hours for duties beyond hours normal duty. 4.Monthly ceiling maximum Rs. 25,000/-(CNG). For 1 year w.e.f. 19.11.2022 to 31.10.2023.	

The terms and condition of the short quotation will be available in the office of the District Youth Affairs & Sports Office, Udaipur Gomati District, Tripura, on all working days by 17 .11.2022.Upto 5:00 P.M.

Copy for circulation of the Notice to:

1. Notice board of the office of the District Youth Affairs & Sports, Udaipur:' omati District, Tripura.

Sd/- (IN - CHARGE)
Assistant Director
District YAS Office
Gomati District, *Udaipur,*
Tripura.

ICA-C-3079/22

PNIT No. 17/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2022-23

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai, Tripura on
behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work - Periodical renewal of road from Chutosurma road to NI-i-208 road under the jurisdiction of kamalpur sub-div (Length=2.336 Km) during the year 2022-23/SH:-Metalling,carpeting,sand seal coat etc. Estimated Cost: Rs. 54,91,387.00
Bid Fee: Rs. 4,000.00

2.Name of work Periodical renewal of road from kaimaicherra to shyamraipara under the jurisdiction of kamalpur sub-div (Length=1.20 Km) during the year 2022-23/SH:-Grouting,carpeting,sandseal coat etc.
Estimated Cost: Rs. 24,27,494.00
Bid Fee: Rs. 1,000.00

3.Name of work Periodical renewal of road from Cold NEC road(NH-208) to Shyamraipra road under the jurisdiction of kamalpur sub-div (Length=1.50 Km) portion from 0.00 km to 1.50 km during the year 2022-23/SH:- Grouting, Metalling, carpeting, sandseal coat, R/wall etc.
Estimated Cost: Rs. 31,43,299.00
Bid Fee: Rs. 1,000.00

4.Name of work: Mtc. of various road in/c road side pucca drains under Kamalpur Sub-Division,PWD(R&B) during the year 2022-23/511:- Grouting, carpeting,road side pucca drain.
Estimated Cost: Rs.59,90,707.00
Bid Fee: Rs. 4,000.00

5.Name of work: Periodical renewal of road from West Singhinala to Kusum Para road from Ch. 0.00 km to Ch. 1.494 km during the year 2022-2023 /SH :-Maintenance of earthen shoulder, maintenance of bituminous surface road using jhama brick aggregate & stone aggregate, tack coat, carpeting, seal coat and surface drain etc. (Length considered - 1.494 kin).
Estimated Cost: Rs.38,81,357.00
Bid Fee: Rs. 1,000.00

6.Name of work: Mtc. Of various road including roadside pucca drains under Salem Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2022-2023 / SH :- Maintenance of earthen shoulder, brick edging, flat brick soling, WBM-3, maintenance of bituminous surface by brick aggregates & stone aggregates, tack coat, patch carpeting, seal coat, surface drain, road side 'Ricca drain, earthwork, sandfilling, PCC, brickwork & plastering etc. (Length considered- 5.00 ktn).
Estimated Cost: Rs. 59,56,932.00
Bid Fee: Rs. 4,000.00

7.Name of work: Periodical renewal of road from Singhaghar Colony to Dhalai river road from Ch. 0.00 km to Ch. L711 km during the year 2022-2023 /SH :-Maintenance of earthen shoulder, maintenance of bituminous surface road using jhama brick aggregate & stone aggregate, tack coat, carpeting, seal coat and surface drain etc. (Length considered - 1.711 lun).
Estimated Cost: 38,81,733.00
Bid Fee: 1, 000.00

8.Name of work: Periodical renewal of road from K-M-A road to Salema Colony road from Ch. 0.00 km to Ch. 4.342 lun during the year 2022-2023 /SH :-Maintenance of earthen shoulder, maintenance of bituminous surface road using jhama brick aggregate & stone aggregate, tack coat, carpeting, seal coat and surface drain etc. (Length considered - 4.342 km).
Estimated Cost: 87,44,392.00
Bid Fee: 4, 000.00

Last date & time for online Bidding: 28/11/2022 upto 3:00 PM Date of opening of bid: 29/11/2022 at 12:00 PM

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done in** the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD(R&B),
Kamalpur, Dhalai, Tripura.

ICA-C-3058/22

জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষে রক্তদান শিবির করল ধর্মনগর প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। জাতীয় প্রেস ডেতে ধর্মনগর প্রেসক্লাবে রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করল সদস্যরা। ১৬ নভেম্বর বুধবার জাতীয় প্রেস ডে। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সদস্য সদস্যরা এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। বর্তমানে ধর্মনগর ব্লাড ব্যাংক রক্তশূন্যতায় ভুগছিল। অবস্থায় যতটুকু রক্তের যোগান দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করল ধর্মনগর প্রেসক্লাব। মোট ১৮ ইউনিট রক্ত দিয়ে আপাতত রক্তশূন্যতার যে ঘাটতি চলছিল তা এক দুই দিনের জন্য পূরণ করল। উল্লেখ্য ধর্মনগরে গড়ে প্রত্যেকদিন প্রায় ১৫ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। এই রক্তদানে প্রেসক্লাবকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ধর্মনগর ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশন। শুধুমাত্র এই রক্তশূন্যতার যোগান দেওয়া নয় যখনই কারোর রক্তের প্রয়োজন হয় তখনই ধর্মনগর প্রেসক্লাবের সদস্যরা রক্ত দিয়ে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে ১৮ জন রক্তদাতা তাদের মহাত রক্ত দান করে তার মধ্যে এমন নয়জন রক্ত আদা ছিল যারা জীবনের প্রথমবার আজ তাদের রক্তদান করে সমাজের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে দিল। ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি পলাশ সেন এবং সম্পাদক পান্না ঘোষ ক্লাব সদস্যদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

চুরি যাওয়া চারটি মোবাইল সেট উদ্ধার করল কৈলাসহর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। চুরি যাওয়া চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মোবাইল ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দিল কৈলাশহর থানার পুলিশ। ২০২১ সালে এবং ২০২২ সালে কৈলাসহ মহকুমা থেকে তিন ব্যক্তির চারটি মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল। উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানাতে জিডি এন্টি করেছিল হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের মালিকরা। কৈলাসহর থানার এসআই মৃনাল পাল উক্ত বিষয়টির তদন্ত শুরু করেন এবং উনি সাফল্য পান। হারিয়ে যাওয়া তিন ব্যক্তির ৪টি মোবাইল উদ্ধার করে মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেন।
উনার এই ধরনের ভূমিকা দেখে খুবই খুশি মোবাইল মালিকরা সহ গোটা কৈলাশহরবাসী। অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে কৈলাসহর থানার ওসি বিজয় কৃষ্ণ দাস বলেন এসআই মৃণাল পালের প্রচেষ্টা এবং সাইবার ক্রাইমকে কাজে লাগিয়ে এই সাফল্য পাওয়া গেছে। আগামী দিনেও এধরনের অভিযান জারী থাকবে বলে জানান কৈলাসহর থানার ওসি বিজয় কৃষ্ণ দাস।

দিল্লিতে বায়ুদূষণ কমতেই স্বস্তি মানুষের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে একধাক্কায় বায়ুদূষণ অনেকটাই কমেছে। কেটেছে ধোঁয়াশা, দিল্লির আবহাওয়ার উন্নতি হতেই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রাজধানীর মানুষজন। মঙ্গলবারই দিল্লির বাতাসের সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একেইউ) ছিল ২২১, বুধবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান কমে হয়েছে ১৭৬, যা মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে।দিল্লিতে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাড়ছে, তাপমাত্রার পারদ নীচের দিকেই। এবার দিল্লি থেকে ধোঁয়াশা ও দূষণও কাটছে। বুধবার সকালে হালকা কুয়াশা ছিল দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলের কোথাও কোথাও। তবে, যানবাহন চলাচলে কোনও বিঘ্ন হয়নি। বাতাসের গুণগতমান একধাক্কায় অনেকটাই কমে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন দিল্লিবাসী।

প্রেসিডেন্ট পদের দৌড়ে ফের ডোনাল্ডট্রাম্প, বললেন আবারও শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় হবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের দৌড়ে ফের ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৭৬ বছর বয়সী আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই তা জানালেন। আমেরিকার সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বড় ঘোষণা করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, 'আমেরিকাকে আবারও শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় করে তোলার জন্য, আমি আজ রাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা করছি।' গত সপ্তাহেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ১৫ নভেম্বর বড়সড় কোনও ঘোষণা করবেন তিনি।
সেই মতো মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় সমর্থকদের উদ্দেশে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ৭৬ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, 'আমেরিকার প্রত্যাবর্তন এখন থেকেই শুরু হচ্ছে।' হোয়াইট হাউসের প্রার্থী পদের জন্য কাগজপত্রও জমা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে, ট্রাম্পের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'ট্রাম্প আমেরিকাকে ব্যর্থ করেছেন'।

দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ ৫০১; ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে ৭,৫৬১, মৃত্যু আরও দু''জনের

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের ৫০০-র গণ্ডি ছাড়িয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫০১ জন। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে দু''জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে, দিল্লি ও রাজস্থানে একজন করে মারা গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সারা দিনে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫০১ জন ও মৃত্যু হয়েছে দু''জনের।
বিগত ২৪ ঘন্টায় দু''জনের মৃত্যুর পর বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৫৩৫ (১.১৯ শতাংশ)-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৭ হাজার ৫৬১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১ লক্ষ ০২ হাজার ৫৮১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৮২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,২৮,৫৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৯ শতাংশ।কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২১৯.৮২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ০২ হাজার ৫৮১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৮২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা-২১৯,৮২,৩৮,৬৪৯ জন।
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১,৫০,৫০৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৫০,৫০৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০১ জন। করোনাকে হারিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত।

পোল্যান্ডে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু দু''জনের, বিশ্বনেতাদের সঙ্গে কথা বাইডেনের

ওয়ারশ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ইউক্রেন সীমান্তবর্তী পোল্যান্ডের পূর্বাংশে একটি গ্রামে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) একটি ক্ষেপণাস্ত্র এসে আছড়ে পড়ে পোল্যান্ডের পূর্বাংশে প্রজেওডোরের একটি গ্রামে। রাশিয়ার ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এ বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে, বৃষ্টি তদন্ত করে দেখছে ন্যাটো মিত্ররা। এই ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে দু''জন নিহত হওয়ার পর পোল্যান্ড নিজস্ব সেনাবাহিনীকে উচ্চ প্রস্তুতির অবস্থায় রেখেছে।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য পোল্যান্ড। সদস্য দেশগুলির সম্মিলিত প্রতিরক্ষার বিষয়ে ন্যাটো অঙ্গীকারবদ্ধ। ইচ্ছাকৃত কিংবা দুর্ঘটনাবশত হোক, রাশিয়ার হামলার কারণে সৃষ্ট এই বিস্ফোরণ শঙ্কা বাড়িয়েছে। একজন ন্যাটো আধিকারিক বলেছেন, বিস্ফোরণের খবর জোট খতিয়ে দেখছে এবং পোল্যান্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সমন্বয় রক্ষা করে যাচ্ছে।
পোল্যান্ডে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বনেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, পশ্চিম ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। আমরা ইউক্রেনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি, যেমনটি আমরা শুরু থেকেই করেছি।

শীতের শিরশিরানিতে কাঁপছে গ্রাম বাংলা দক্ষিণবঙ্গজুড়ে তাপমাত্রা ক্রমেই নিম্নমুখী

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): জাঁকিয়ে শীত হয়তো আর খুব বেশি দূরে নয়, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধাপে ধাপে নামছে তাপমাত্রার পারদ। আগামী সপ্তাহেই রাজ্যের সব জেলায় পারদ আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। বুধবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রির সেলসিয়াসের নীচেই ছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বুধবার ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতার পাশাপাশি তাপমাত্রার পতন অব্যাহত দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও। এ ছাড়া, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমে গিয়েছে। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা এমনই থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। শীত শীত ভাব বজায় থাকবে শহর ও শহরতলিতে। আগামী কয়েক দিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে। উত্তুরে হাওয়া প্রবেশ করছে, ফলে জাঁকিয়ে শীত পড়তে আর খুব বেশি দেরি নেই। দুই বঙ্গেই ক্রমশ তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে।

প্রেস ডে উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা বিশালগড় পুর পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৬ নভেম্বর।। বুধবার জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে বিশালগড় পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে সুশান্ত দেবের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমার কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশালগড় পুর পরিষদ কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহকুমার কর্মরত সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহসভাপতি সমীর ভৌমিক, সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সহসম্পাদক খোকন ঘোষ, কার্যকরী সদস্য হারাধন দেবনাথ, প্রবীন সাংবাদিক সাধন দেবনাথ প্রমুখ। ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব প্রেস দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সকল সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পুষ্পস্তবক এবং উপহার হাতে তুলে দিয়ে সংবর্ধিত করেন সাংবাদিকদের। সকল সাংবাদিকদের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন। বিশালগড়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যান ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের যে হার তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করতে চাই। রাজ্যবাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই ত্রিপুরার প্রথম ফিল্ম ইনস্টিটিউট চালু হতে চলেছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিজের মতামতকে বেশী গুরুত্ব না দিতে তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্যের বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। সাংবাদিকদের পেনশন বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাদের জন্য ফেমিলি পেনশন চালু করা হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের আধুনিকিকরণ করা হচ্ছে। তাদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি অরুণ নাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সংবাদ জগতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবীণ সাংবাদিক শেখর দত্ত এবং স্বপন কুমার ভট্ট াচার্যকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা হিসেবে তাঁদের হাতে স্মারক, চাদর ও পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সংবাদ জগতে ২৫ বছর বা তার বেশী সময় ধরে কাজ করেছেন এবং যাদের বয়স ৬৫ বছরের বেশী তাদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যারা এই কার্ড গ্রহণ করেছেন তারা হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ নাথ, স্রোতরঞ্জন খিসা, সঞ্জীব দেব, শেখর দত্ত, প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, পরিতোষ বিশ্বাস। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ২০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে যুক্ত এবং যাদের বয়স ৫০ এর বেশী তাদের মধ্য থেকে প্রণব সরকার, মানস পালের হাতেও অ্যাক্রিডিটেশান কার্ড তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ তাদের হাতে এই কার্ডগুলি তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজধানী এবং বিভিন্ন মহকুমায় কর্মরত কয়েকজন সংবাদিকের হাতে প্রেস জ্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাসও উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোগ

● **প্রথম পাতার পর**

১৪০ কিমি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার স্মার্ট মিটার বসানো হবে।তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ দপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড রেটিংস অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিস এবং কাস্টমার সার্ভিস রেটিংস অব ডিসকম এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়াও ত্রিপুরায় সৌভাগ্য প্রকল্প রূপায়ণ, কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং ইন্ডিয়া স্মার্ট গ্রিড ফোরামের ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ দপ্তর পুরস্কার অর্জন করেছে।এছাড়াও তিনি দপ্তরের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র, রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এন্টারপ্রাইস রিসোর্স প্লেনিং, দপ্তরের সেফটি সেল ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করেন।

গন্ডাছড়ায় খাদ্য গোদামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার হাত ধরে গন্ডাছড়া কৃষি দপ্তরের নবনির্মিত দুটি পাকা দালান বাড়ির বুধবার শুভ উদ্বোধন হয়।গন্ডাছড়া হরিপুরস্থিত কৃষক বন্ধু কেন্দ্রের দ্বিতল বিশিষ্ট পাকা দালান বাড়ি এবং পরে সরমা লেচু বাগানস্থিত ১০০০ এম.টি ক্ষমতা সম্পন্ন ধানের গুদাম ঘরের ফলক উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী শুভ সূচনা করেন। সেখানে এলাকার কৃষকদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা কৃষি কাজের উন্নয়নে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, ধলাই জেলার জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টর প্রমুখ।

ওবিসি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বাইসাইকেল র‍্যালী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে বুধবার ও বি সি কর্পোরেশনের উদ্যোগে লেইক চৌমুহনী স্থিত কর্পোরেশন মার্কেটের সামনে থেকে এক বাই সাইকেল র্যালীর আয়োজন করা হয়। সবুজ পতাকা নেড়ে এই বাই সাইকেল র্যালীর সূচনা করেন মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল। ও বি সি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে চলেছে দপ্তর। এই প্রকল্পের সুবিধা যাতে ও বি সি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষেরা পেতে পারেন তার প্রচারের জন্য এই বাই সাইকেল র্যালীর আয়োজন বলে জানান মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল। সুবিধা ভোগীদের কাছে ঘড়ে ঘড়ে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

তেলিয়ামুড়ার

● **প্রথম পাতার পর**

করে। এই মৃতদেহের কোন পরিচয় জানা যায়নি। তবে পুলিশ প্রাথমিক ধারণা ড্রাগস সেবনের ফলেই মূলত মৃত্যু হয়েছে এই অজ্ঞাত পরিচয়ের উপজাতি যুবকের। অন্যদিকে পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এই ঘটনার পেছনে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা।এদিকে, ফাঁসিতে আত্মঘাতী ৬০ বছর বয়সী এক গাড়ি চালক। আত্মঘাতী ব্যাক্তির নাম জিতেন্দ্র দাস। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি স্থিত ফরেস্ট রিজার্ভের মধ্য শিবির এলাকার পার্কে বুধবার বিকেল নাগাদ। তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাই বাড়ি মধ্য শিবির এলাকার বাসিন্দা তথা গাড়ি চালক জিতেন্দ্র দাস দুপুর নাগাদ ঘটিকায় বাড়ি থেকে বের হয়। আনুমানিক দুপুর একটা এবং দুটোর মাঝখানের কোন এক সময়ে গামাইবাড়ি ফরেস্ট রিজার্ভের মধ্য শিবিরের পার্কে নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।ওই এলাকার, লোকজন জিতেন্দ্র দাসের আত্মহত্যার খবর দেয় তার বাড়িতে। আত্মঘাতী ব্যাক্তির আত্মীয় পরিজনরা ঘটনাস্থলে এসে খবর দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃত দেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে মর্গে নিয়ে আসে। তবে পুলিশ জিতেন্দ্র দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তার স্ত্রীর অভিযোগ, সে প্রায়শই মদমত্ত অবস্থায় থাকতো।এদিকে তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

নারী সমিতি

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মসূচিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের মাইকের তার কেটে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হওয়া কর্মী সমর্থকদের উত্তক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু নারী সমিতির কর্মী সমর্থকরা সংযত ভাবে তাদের কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন নারী নেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্যী বলেন নারীরা এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে এসেও পুলিশের দ্বারা হেনস্থার শিকার।নারী সমিতির সদস্যদের মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি নারী সমিতির মিছিলটি এলাকায় পৌঁছাতেই পুরুষ পুলিশ দিয়ে একাধিকবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। মাইক্রোফোনের তার কেটে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের এ ধরনের কার্যকলাপ অত্যন্ত অন্যায়। প্রত্যেকেই প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। এবং এ দিনের ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেন। এবং সমস্যা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। এইদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নারি সমিতির কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। বিক্ষোভ কর্মসূচী চলাকালীন সময় এইদিন পুলিশ ও নারি সমিতির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে একটা সময় ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

আশাবাদী বিপ্লব

● **প্রথম পাতার পর**

বলে মনে করেছিল। তাই, তাঁদের পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল। তাঁর দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরায় বিজেপি ছাড়া অন্য দলের তেমন অস্তিত্ব নেই। তাঁদের কাছে প্রচারের জন্য নেতা নেই। ফলে, মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা রাখবে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, ব্যক্তিকে পছন্দ না হতেই পারে। কিন্তু, মানুষ ভোট বিজেপি-কেই দেবেন।

এদিন বিপ্লব বলেন, লোকসভা নির্বাচনে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের জন্য কিছুটা প্রভাব পড়েছে, যার ফায়দা কংগ্রেস পেয়েও ঘরে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু, এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে পরিবর্তনের জন্য মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সুন্দর ভবিষ্যতের মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন কটাক্ষ করে বলেন, গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের ব্যাখ্যা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ দিতে পারবেন। আমরা একাত্মবাদে বিশ্বাস রাখি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিক নির্দেশনায় এগিয়ে চলছি।

এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে ৫ লক্ষাধিক রোজগার হয়েছে। মানুষের গড় আয় বেড়েছে। ত্রিপুরার বাজেট ১৪৭০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২৭০০০ কোটি টাকা হয়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের আয় বেড়েছে, তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে।তাঁর সাফ কথা, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আবারো ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে হাজির হবে। সরকার এবং দলের লক্ষ্য মানুষের কাছে তুলে ধরবে। কারণ, ২০১৮ সালের ভিশন ডকুমেন্টের ১২টি প্রধান প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গেছে। তাই, আবারো নতুন লক্ষ্য স্থির করে মানুষের দরবারে যাবে বিজেপিদ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন তিনি।

উমাকান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

বহির্রাজ্যে চিকিৎসাধীন। তাই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বুধবার সকালে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে এন এস ইউ আই একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলটি প্রধান শিক্ষকের কাছে দাবি জানায় স্কুলের শিক্ষক গৌতম রুদ্রপালের বিরুদ্ধে যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ডেপুটেশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তুলে ধরেন এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি সম্রাট রায়। তিনি বলেন স্কুলটি সমস্যায় জর্জরিত।

গ্রাহক সেজে দুঃসাহসিক চুরি নরেন্দ্রপুরে

নরেন্দ্রপুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): গ্রাহক সেজে একটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি করে চম্পট দিল দুই চোর। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গাঙ্গুলি মার্কেটে। ১৫০ গ্রাম ওজনের সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। যার বাজার মূল্য আনুমানিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে। এ বিষয়ে মঙ্গলবারই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দোকান মালিক উজ্জ্বল কর্মকার। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বুধবার সকাল পর্যন্ত দু''জনকে পাকড়াও করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, নরেন্দ্রপুর কামালগাজি সংলগ্ন এলাকায় একটি সোনার দোকানে ঢুকে প্রায় ১৫০ গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। নরেন্দ্রপুর থানা থেকে টিল ছোড়া দূরত্বে কামালগাজি মোড় গাঙ্গুলি মার্কেটের ওই সোনার দোকানে দু''জন যুবক আসে, তাদের দুজনের মাথায় টুপি ছিল বলে দেখা যায় তিন সিসিটিভি ফুটেজে। গ্রাহক সেজে দোকানে ঢোকেন ওই দুই যুবক। তারা মূলত হিন্দীতে কথা বলতে থাকেন।

করদাতাদের

● **প্রথম পাতার পর**

প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতির বিকাশে এমএসএমই বা মাইক্রো স্মল এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেসগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চান সকলকে নিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পথ চলতে। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই ত্রিপুরা সরকার প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, আমরা কর সংগ্রহ করি আলোচনার মাধ্যমে। যাতে সরকার সুন্দরভাবে চলে। তিনি বলেন, সাড়ে ছয় বছর আগে জিএসটি চালু হয়েছে। জিএসটি আসায় দেশে ইকোনমিক গ্রোথ বেড়েছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চিফ কমিশনার অব স্টেট ট্যাক্স রাখী বিশ্বাস। এদিন অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ আরও ২৯ জন করদাতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অপহরণ

● **প্রথম পাতার পর**

পরিবারের লোকজন আমতলী থানায় অপহরণকারী সমীরণ দেবনাথের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করে। আমতলী থানার পুলিশ যথারীতি ১৫৯/২০২২ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৬৬(এ),৩৪ ধারায় মামলা হাতে নিয়ে জোর তদন্ত শুরু করে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুলিশ স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করতে পারেনি বলে অভিযোগ।

াঙ্গন

বিশ্বকাপ না জিতলেও টি-২০-র শীর্ষস্থান ধরে রাখল ভারত

দুবাই, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারলেও র‍্যাঙ্কিয়ের সিংহাসন ধরে রাখল টিম ইন্ডিয়া। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি টি-২০ ক্রম তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখল ভারত। সেখানে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেও ইংল্যান্ড দুই নম্বরে থেকে গেল। রানার্স হওয়ার সুবাদে পাকিস্তান আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিয়ে তিনে উঠে এল। নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে গ্রুপ থেকে বিদায় নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা আছে চারে। সেখানে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ড পাঁচে থাকল। র‍্যাঙ্কিয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার। নিজেদের দেশে বিশ্বকাপে ফেভারিট তকমা নিয়ে খেলতে নেমে গ্রুপ থেকে বিদায় নেওয়া অস্ট্রেলিয়া ক্রম তালিকায় ৬ নম্বরে।

টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চমকে দিলেও নেদারল্যান্ডস, বাংলাদেশের কাছে হারা জিম্বাবোয়ে আইসিসি ক্রম তালিকায় প্রথম দশের বাইরে থাকল। আফগানিস্তানের থেকে এক ধাপ উপরে থাকল বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুপার ১২-তে উঠতে না পারলেও শ্রীলঙ্কার উপরে সাত নম্বরে থাকল।

এদিকে, ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন সূর্যকুমার যাদব। দুই ও তিনে থাকলেন যথাক্রমে পাকিস্তানের দুই ওপেনার মহম্মদ রিজওয়ান ও বাবর আজম। বোলারদের তালিকায় প্রথমে তিনে তিনজন স্পিনার। টি-২০তে বোলারদের তালিকায় প্রথম তিনে আছেন যথাক্রমে শ্রীলঙ্কার হাসারাঙ্গা, আফগানিস্তানের রশিদ খান ও ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ।

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে আজ নামছেন মেসিরা

আবুধাবি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্বকাপের আসরে নেমে পড়লেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি। আগামী ২২ নভেম্বর কাতার বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করছে আর্জেন্টিনা। মেসিদের এবারের বিশ্বকাপে প্রথম প্রতিপক্ষ সৌদি আরব। তার আগে আজ বুধবার আবুধাবিতে ভারতীয় সময় রাত ৯টায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে নেমে পড়ছে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচ খেলেই কাতারে চলে যাবেন মেসিরা। তারপর সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে আর্জেন্টিনা।টানা ৩৫টি ম্যাচে অপরাজিত আর্জেন্টিনা। আত্মবিশ্বাস একেবারে তুঙ্গে মেসিদের। তবে বিশ্বকাপ একেবারে অন্য মঞ্চ। সেটা বুঝেই মহম্মদ বিন জায়েদ স্টেডিয়ামে হতে চলা আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচকে দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিতে টিসিএ-র প্রাইজমানি ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। রাজ্যের ক্রিকেটারদের জন্য প্রাইজমানি ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটির সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে আজ এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে সচিব তাপস ঘোষ এক বিবৃতিতে জানান যে চলতি ২০২২-২৩ ক্রিকেট মরসুমে বালক বালিকা উভয় বিভাগে অনূর্ধ ১৬, অনূর্ধ ১৯ ক্যাটাগরিতে কোন খেলোয়াড় অন্ততপক্ষে শতরান করলে অথবা ৫ উইকেট দখল করলে তাকে ২৫ হাজার টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হবে। পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা সিনিয়র ক্রিকেটাররা অনূর্ধ ২৫ এবং সিনিয়র ক্যাটাগরি-তে টি সি এ-র যে-কোনও খেলায় শতরান অথবা এক ইনিংসে অন্ততপক্ষে পাঁচ উইকেট দখল করতে পারলে ৫০ হাজার টাকা প্রাইজমানি প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় সিভিল সার্ভিসেস ক্যারাম প্রতিযোগিতা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ নভেম্বর।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সিভিল সার্ভিসেস-এর সর্বভারতীয় ক্যারাম প্রতিযোগিতা। চলবে ৫ দিন, ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। ৩২টি বোর্ডে একযোগে খেলা শুরু হয়েছে। সারা দেশ থেকে ৪৬০ জন তারকা খেলোয়াড়ের সমারোহ। অনিবার্য কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হতে কিছুটা সময় দেরি হয়েছিল। তবে রাজ্যের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল-এর উপস্থিতিতে বর্নাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিন ব্যাপী এই সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসেস ক্যারাম প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। বক্তৃতায় মন্ত্রী শ্রীপাল আয়োজক তথা ব্যবস্থাপক হিসেবে ইন্টার অফিস স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। প্রতিযোগিতা স্থলে প্রতিটি রাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়রা মার্চ পাস্ট-এ অংশ নিলে বিশ্বের চতুর্থ বাছাই সিভিল সার্ভিসেস মহিলা খেলোয়াড় সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। উল্লেখ্য, এবারকার প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সারা দেশ থেকে ৩৬টি এবং মহিলা বিভাগে ২৪টি আর.এস.বি এবং সেক্রেটারিয়েট টিম অংশ নিয়েছে। খেলা হচ্ছে পুরুষ-মহিলা সিঙ্গেলস, ডাবলস চারটি গ্রুপে। বলা বাহুল্য, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ইন্টার অফিস স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি রাজীব চ্যাটার্জী, চীফ আম্পায়ার কুমার অজয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ২০ নভেম্বর প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে।

থাইল্যান্ডে ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং-এ ত্রিপুরার জাজতনয় দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিদেশের মাটিতে ত্রিপুরা থেকে জাজ হিসেবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ এসেছে। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক জাজ ত্রিপুরার তনয় দাস। ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস ফেডারেশন আগামী ৬ থেকে ১২ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডের সেন্ট্রাল ফুকেট-এ ১৩তম ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়নশীপে ত্রিপুরার তনয় দাস ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক জাজ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ত্রিপুরা থেকে তনয়-ই প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল বডি বিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস-এ জাজ হিসেবে অংশগ্রহণ করবে। থাইল্যান্ড থেকে ফিরে ২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় ইন্ডিয়ান বডিবিল্ডারস ফেডারেশন আয়োজিত ১৪তম মিস্টার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপেও জাজ হিসেবে অংশগ্রহণ করবে। এধরনের আন্তর্জাতিক আসরে জাজ-এর ভূমিকায় ত্রিপুরা থেকে অংশগ্রহণ করবে বলে তনয় দাসকে ক্রীড়া মহল থেকে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে ত্রিবেণী কল্যাণ সমিতি ম্যাচ বৃহস্পতিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে আগামীকাল মাঠে নামছে ত্রিবেণী সঙ্ঘ। প্রতিপক্ষ কল্যাণ সমিতি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে ম্যাচটি। গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে আজ ত্রিবেণী। আপাতত ৬ ম্যাচ খেলে ত্রিবেণীর পয়েন্ট ১৬। একম্যাচ কম খেলে কল্যাণ সমিতির পয়েন্ট ৪। ম্যাচটি কল্যাণ সমিতির কাছে তেমন গুরুত্ব না থাকলেও সুপারের আগে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে নিয়ে সুবোধ দেববর্মার ছেলেরা চাইছে আগামীকাল জয়। তাই মাথায় রেখেই দল মাঠে নামবে তা জানান কোচ সুবোধ দেববর্মা। তবে আগামীকাল ম্যাচে দলের রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ফুটবলারদের দেখে নিতে চাইছেন কোচ। কল্যাণ সমিতি চাইছে ত্রিবেণীকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে।

কোচ বিহার ট্রফি : মিজোরাম জয়ের লক্ষ্যে গুজরাটে পৌঁছুলো ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বাংলার বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার পর গুজরাট পৌঁছলো আনন্দ, ভৌমিক-রা। মিজোরামের বিরুদ্ধে খেলার জন্য। ১৯-২২ নভেম্বর হবে ম্যাচটি। গকুলভাই সোমাভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামে। অনূর্ধ-১৯ কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটে। বুধবার বিকেলের বিমানে কলকাতা থেকে গুজরাট উড়ে গেলেন নবারুণ চক্রবর্তীরা।

মরশুমের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে দুর্দান্ত ৩ পয়েন্ট পায় ত্রিপুরা। ওই লিড ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের মনোবল কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানালেন দলের ম্যানেজার পিন্টু রায়। এখন মিজোরাম জয় নিয়েও দলের প্রতিটি ক্রিকেটার যথেষ্ট আশাবাদী বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন সন্ধ্যার পর গুজরাট পৌঁছান ক্রিকেটাররা। আগামীকাল থেকে শুরু হবে মিজোরাম ম্যাচের প্রস্তুতি। জানা গেছে, আগামীকাল দুপুরে শুরু হতে পারে প্রস্তুতি। তবে ব্যাটিং, বোলিং না ফিল্ডিং - অনূশীলনের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত হবে মাঠে পৌঁছানোর পরই।

ক্রিকেট মরশুম ঘিরে টিসিএ-র সিদ্ধান্ত সমূহ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।।চলতি বছরের ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়েছে। চলবে ২০২৩-এর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অনুমোদিত কোচিং সেন্টার ও প্লে সেন্টার এবং মহিলা ক্রিকেট ক্লাব কর্মকর্তাদের নিয়ে আজ, বুধবার টিসিএর উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিসিএ-র কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যের ক্রিকেট নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। সদর সিনিয়র ইন্টার ক্লাব দলবদল ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জাতীয় ক্রিকেটে যে সমস্ত খেলোয়াররা রয়েছেন তাঁরা আসার তিনদিনের মধ্যে দল বদলে অংশ নিতে পারবেন। অনূর্ধ ১৩, অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটারদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খুদে ক্রিকেটারদের অর্থাৎ অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্ট ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আগ্রহী স্কুল দলকে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে খেলায় আগ্রহের কথা জানিয়ে টিসিএ-তে এন্টি নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে। সদর আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ-১৭ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ৪০ ওভারের প্রতিযোগিতায় আগ্রহী স্কুল দলগুলোকেও ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এন্টি নিতে জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন, সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন, তপন মেমোরিয়াল নকআউট এবং সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গুলো নিয়েও আলোচনা করে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অনূর্ধ ২৫ প্রস্তুতি ম্যাচে কেরালায় পরাস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরার অনূর্ধ ২৫ ক্রিকেটাররা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে, কেরালার বিরুদ্ধে। জয় পরাজয় বিষয়টাকে উদ্দেশ্য না করে অনুশীলনের দিকেই মনোযোগ ছিল রাজ্যের ক্রিকেটারদের। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দল ৪৯ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বিক্রম দেবনাথের ৩৪ রান সর্বাধিক ছিল। এছাড়া, সাহিল সুলতান ও শ্যাম শাকিল গণ দুজনে ২৯ করে রান করে। সাহিল ৬৭ টি বল খেলে অপরাজিত থাকলেও মূল খেলায় তার চেষ্টা করতে হবে রানের গতি বাড়ানোর। এছাড়া, অর্জুন দেবনাথের অপরাজিত ১৬, শংকর পালের ১২ রান কিছুটা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। জবাবে কেরালা অনূর্ধ ২৫ দল ৩৫ ওভার খেলেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয় প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার আনন্দ কৃষ্ণাণের অপরাজিত ৮৫ এবং কৃষ্ণ প্রসাদের ৫০ রানের পাশাপাশি বরুণ নায়ানারের ৩৫ রান দলকে সহজে জয় এনে দেয়। রাজ্য দলের বোলারদের মধ্যে অর্জুন দেবনাথ দুটি এবং শারুখ হোসেন একটি উইকেট পেয়েছে।

পূর্বোত্তর দ্বিতীয় অলিম্পিক গেমসে অ্যাথলেটিক্সে সাফল্য ত্রিপুরার রিয়া-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। স্বপ্ন পূরণ হলো 'নূন আনতে পান্থা ফুরোয়' পরিবারের মেয়ে রিয়া দেবনাথ। শিলঙের সাই মাঠের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে রীতিমতো ঝড় তুলে পূর্বোত্তরের সেরা অ্যাথলেটের সম্মান পাওয়া রিয়া মাত্র ৮ মাস ধরে নিয়েমিত অনুশীলন করছে ড: বি আর আম্বেদকর কোচিং সেন্টারে। ২০০ মিটার দৌড়ে সকলকে পেছনে ফেলে ২৬.৭২ সেকেন্ড সময় নিয়ে সেরার সম্মান আদায় করে গাড়ি চালক গৌতম এবং গৃহিনী করুণা দেবনাথের দুই মেয়ের ছোট রিয়া। আর ওর ওই সাফল্যে গর্বিত কোচ রাজেশ মজুমদার সহ সেন্টারের অন্যাণ্য কর্তারা। হেনরি ডিরিজিও আকাদেমির নবম শ্রেণীর ছাত্রী রিয়া শুধু ২০০ মিটার দৌড়ে নয় ৪অ১০০ মিটার রিলেতেও রৌপ্য পদক জয় করে।আড়ালিয়ার গোপি পাড়ার ওই প্রতিভাবান অ্যাথলিটটি ছোটবেলায় প্রতি নিয়ত ওই সেন্টারে এসে অনুশীলন করতো। মাঝে বেশ কয়েকবছর ছিলো মাঠের বাইরে। কোচ রাজেশ মজুমদারের ওই সেন্টারের দায়িত্ব পাওয়ার পর ৮ মাস আগে আবার ফিরে মাঠে। এরপরই রাজেশ ঘষে মেজে তৈরী করেন ওই সোনার মেয়েকে। রাজ্যস্তরে সাফল্য পেলেও এবারই প্রথম পূর্বোত্তর আসরে সাফল্য পেলো সেয। এখন লক্ষ্য জাতীয় আসরেও সাফল্য পাওয়া। তা মাথায় রেখেই ১৯ নভেম্বর রাজ্যে ফিরে অনুশীলনে মেতে উঠবে সে। শিলঙ থেকে টেলিফোনে এখবর জানায় খোদ রিয়া। খুশি ওর কোচ রাজেশ। বলেন,'রিয়ার এটা জন্মগত প্রতিভা। নতুবা মাত্র ৮ মাসে কেউ এমন সাফল্য পায়নি। এবারের সাফল্য রিয়াকে অনেক উজ্জীবিত করবে। যা আগামীদিনে জাতীয় আসরে আরও ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে'। ক্রীড়া দপ্তর থেকে বিভিন্ন সেন্টার খোলার পর থেকেই ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য আসতে থাকে। রাজেশ মনে করেন,'ত্রিপুরার প্রতিভার অভাব নেই। সঠিক সময়ে ক্রীড়াদপ্তর বিভিন্ন সেন্টার খুলেছে। এরই সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। যা বজায় থাকবে আগামীদিনেও'। শুধু রিয়া নয়, ওই সেন্টারের বেশ কয়েকজন অ্যাথলিট এবারের আসরে সাফল্য পেয়েছে। মোট ৮ জন অ্যাথলিট ওই সেন্টার থেকে ত্রিপুরাকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবার। এরমধ্যে ৫ জনই ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে রীতিমতো ঝড় তুলে পদক জয় করেছে। তাদের মধ্যে দ্বীপশিখা সূত্রধর ১০০ মিটার, ৪অ১০০ মিটার রিলেতে রৌপ্য পদক, ২০০ মিটার এবং ৪অ ৪ মিক্সডে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। এছাড়া অনিকেত শীল ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জ,৪অ ৪ মিক্সডে রৌপ্য, পুরবি দাস ৪অ১০০ মিটার রিলেতে রৌপ্য, এবং প্রদীপ ভৌমিক ৪অ১০০ মিটার রিলেতে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। শিলঙ থেকে ফিরে আসার পর অ্যাথলিটদের সংবর্ধনা দেওয়ারও পরিকল্পনা নিচ্ছেন সেন্টারের কর্তারা। এদিকে পদক জয় করে বুধবার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা রাজ্যে ফেরার কথা ছিলো। কিন্তু বিমান বিভ্রাটে এদিন আসা হয়নি শ্রেয়শী চক্রবর্তীদের। আজ সকালে রাজ্যে আসার কথা। আসরে টেবিল টেনিসে শ্রেয়শী রৌপ্য, জিশান চৌধুরি ব্রোঞ্জ এবং বালিকাদের দলগত বিভাগে ত্রিপুরা ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। এদিকে মহিলাদের কুমিতি ইভেন্টে ত্রিপুরার দ্বীপশিখা চক্রবর্তী ব্রোঞ্জ, ক্যারাটে ইভেন্ট থেকে ত্রিপুরা ১ টি ব্রোঞ্জ পদক পায়। ত্রিপুরা ৪ টি স্বর্ণ,১১ টি রৌপ্য এবং ২৬ টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : দীপঙ্করের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা এখন সুরাটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সুরাটে পৌঁছলো ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। আগামীকাল থেকে সুরাটে অনুশীলন শুরু করবে দীপঙ্কর ভাটনাগর-রা। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে ভালো ফলাফলের জন্য। বুধবার দুপুরের বিমানে দিল্লি থেকে সুরাট গেলো দীপঙ্কর ভাটনাগরের নেতৃত্বে ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা। এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে গোটা দসকেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। ভালো কিছু করার স্বপ্ন নিয়েও যেনও প্রতিটি ক্রিকেটার রওয়ানা হলো। এবারের দলে বেশীরভাগই নতুন মুখ। ফলে প্রতিটি ক্রিকেটার মুখিয়ে রয়েছে আত্মপ্রকাশেই সকলের নজর কেড়ে নিতে। সুরাটে ১ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র, ৬ ডিসেম্বর অসম, ১১ ডিসেম্বর সিকিম, ১৬ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ এবং ২১ ডিসেম্বর ওড়িশার বিরুদ্ধে খেলবে ত্রিপুরা। প্রথম তিন ম্যাচের জন্য ঘোষিত হয়েছে রাজ্যদল। তাতে ত্রিপুরাকে নেতৃত্ব দেবে দীপঙ্কর ভাটনাগর। ডেপুটি হিসাবে থাকবে দেবাংশু দত্ত। দলনায়ক থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্রিকেটার বিশ্বাস করেন, আমারা যদি নিজেদের সেরা খেলাটা মাঠে নিংড়ে দিতে পারি তাহলে রাজ্য সাফল্য পাবেই। তা মাথায় রেখেই মাঠে নামবো। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা:দীপঙ্কর ভাটনাগর (অধিনায়ক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক), জয়জিৎ সাহা, বিশাল শীল, অয়ুষ অনিল দেবনাথ, সৌরদ্বীপ দেববর্মা, শুভজিৎ দাস, সোমরাজ দে, সঞ্জয় নম:, দ্বীপ দেব, রাকেশ রুদ্র পাল, সৌরভ সরকার, রিয়াদ হুসেন, শারিফ উদ্দিন, রুদ্র সেনগুপ্ত, পিনাক দেব, অভিক পাল, আকাশ নাথ, সাগর সূত্রধর এবং আকাশ রায়। কোচ: সুজিত রায়, রাশুদেব দত্ত, ম্যানেজার জয়দেব সাহা, ফিজিও সোহাগ চন্দ্র সাহা এবং ট্রেণার: অজিতাভ নাথ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিশ্বের কোনও মানুষ যেন ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

বালি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা সম্ভব। ভারত ডিজিটাল পাবলিক পণ্য তৈরি করেছে, যার মৌলিক ভীতে অন্তর্নির্মিত গণতান্ত্রিক নীতি রয়েছে। বুধবার জি-২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের ওপর বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে পাবলিক ডিজিটাল পরিকাঠামোর দ্রুত বৃদ্ধির উপর জোর দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, বর্তমানে ভারতে যে ডিজিটাল বিপ্লব চলছে, উদাহরণ স্বরূপ আমাদের ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস ধরতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গত বছর বিশ্বের ৪০ শতাংশেরও বেশি রিয়েল-টাইম পেমেন্ট লেনদেন ইউপিআই-এর মাধ্যমে হয়েছিল। একইভাবে আমরা ডিজিটাল পরিচয়ের ভিত্তিতে ৪৬০ মিলিয়ন নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছি, যা বর্তমানে ভারতকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে একটি বৈশ্বিক নেতৃত্বে উন্নীত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শুধুমাত্র ৫০টি দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম আছে। আমরা কী একসঙ্গে অঙ্গীকার করতে পারি যে আগামী দশ বছরে আমরা প্রতিটি মানুষের জীবনে ডিজিটাল রূপান্তর আনব, যাতে বিশ্বের কোনও মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়!

কোভিড মহামারীর সময় কোইউন অ্যাপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের ওপেন সোর্স কোইউন প্ল্যাটফর্ম মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় টিকাদান অভিযান চালিয়েছে, মহামারী চলাকালীনও এটি একটি সফলতা। উন্নয়নের জন্য তথ্য নীতিটি আমাদের প্রেসিডেন্সির সামগ্রিক থিমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে 'এক পৃথিবী, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যত। পরের বছর জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময়, ভারত এই লক্ষ্যে জি-২০ অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে।

এদিকে, জি-২০ সম্মেলনে বড়সড় কূটনীতিক প্রাপ্তি ভারতের। জি-২০ উদ্ভুত নথিতে "আজকের যুগ যুদ্ধের হওয়া উচিত নয়" লাইনটি ব্যবহার করে হয়েছে, চলতি বছরের শুরুর দিকে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ এটি।

বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে এক্রিডিটেশন কার্ড বর্ষীয়ান সাংবাদিক তথা জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করছে ঃ মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করছে। ওবিসি কল্যাণ দপ্তর ও ত্রিপুরা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী সমবায় কল্যাণ নিগম লিমিটেডের উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করতে সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সাইকেল র‍্যালি এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেবে। আজ লেইক চৌমুহনীর কর্পোরেশন মার্কেট প্রাঙ্গণে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন করে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল একথা বলেন। ত্রিপুরা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী সমবায় কল্যাণ নিগম লিমিটেড এই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে। র‍্যালিতে মোট ৭০ জন সাইক্লিস্ট অংশ নেন। আগরতলা সাইক্লোহলি' ফাউণ্ডেশনের গোপেশ দেবনাথের নেত'ত্বে এই সাইকেল র‍্যালি কর্পোরেশন মার্কেট থেকে শুরু হয়ে লেইক চৌমুহনী, আস্তাবল, কু'বন, রাজধানী হোটেল রোড, মহিলা কলেজ, গণরাজ চৌমুহনী, মোটরস্ট্যাণ্ড, কামান চৌমুহনী, প্যারাডাইস চৌমুহনী, বটতলা, উমাকান্ত একাডেমি, টিআরটিসি হয়ে আবার কর্পোরেশন মার্কেট প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন করে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বহুকাল ধরে ওবিসিরা এ রাজ্যে বি'তে ছিল। তাদের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার ওবিসিদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজমদার বলেন, ওবিসি কর্পোরেশন এ বছর ১০০ জনকে অটো কেনার জন্য ও অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসার জন্য ঋণ দেবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওবিসি কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্মল অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তা সুব্রত রিয়াং ও সমাজসেবী সুকান্ত পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী পাল দপ্তরের 'রিপোর্ট কার্ড' এবং 'রিপোর্ট অন দ্য রাবার প্রোজেক্ট' শীর্ষক দুটি পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। লেম্বুছড়াস্থিত ত্রিপুরা কৃষি কলেজে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন আগরতলা ফিল্ড অফিসের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা কৃষি কলেজের সহযোগিতায় আজ তিনদিন ব্যাপী ফটো এক্সিবিশান কাম আউটরিচ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আজাদিকা অমৃত মহোৎসব, ৮ বছরের সেবা, সুশাসন এবং গরীব কল্যাণের উপর এই এক্সিবিশানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশের উন্নয়নে বিশেষ করে কৃষকদের উন্নয়নে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অবগত করার জন্য এই এক্সিবিশানের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, কৃষকদের উন্নয়নে, গরীব অংশের মানুষের উন্নয়নে, ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নে কি কি কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তা প্রত্যেকের জানা দরকার।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের ভাল করে পড়াশুনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সমাজের একটা অংশ বা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। কোথায় কি উন্নতি হচ্ছে প্রত্যেককে জানতে হবে। উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার চলছে। তিনি বলেন, সারা দেশে কৃষকদের উন্নতির জন্য ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং দেশের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক।প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪১০ জনকে ২ হাজার টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা দিচ্ছে। তিনি নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে এবং ড্রাগস'র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আইসিপি আগরতলায় চালু হেল্প ডেস্ক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। আইসিপি-আগরতলায় চালু হল হেল্প ডেস্ক পরিষেবা। বাংলাদেশ থেকে আগত জনগণ এই পরিষেবা নিতে পারবেন নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে এই পরিষেবার সূচনা হয় বুধবার। যাত্রীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল। আর সেই দাবীর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে মন্ত্রনালয়। অবশেষে পাইলট প্রকল্প হিসাবে আগরতলার আখাউড়া স্থল বন্দরে চালু করা হল হেল্প ডেস্ক। বাংলাদেশ থেকে আগত জনসাধারণের জন্য সহায়তা করতে এই হেল্প ডেস্ক চালু করা হল বুধবার। হিন্দুস্থান ট্যুর এন্ড ট্রেভেলস এর সহায়তায় এই যাত্রী সহায়তা কেন্দ্র থেকে পরিষেবা মিলবে। হুইল চেয়ার, অ্যাম্বুলেন্স, অসুস্থ রোগীদের বিশেষ সহায়তা, হোটেল এবং গাড়ি বুকিং, ট্রলি পরিষেবা, বিমান যাত্রীদের সহায়তা করা হবে এই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে। ল্যান্ডস পোর্টস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার দেবাশিষ নন্দী জানান যাত্রীরা দীর্ঘ দিন ধরে এই ধরনের পরিষেবা প্রদানের জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল। অবশেষে মন্ত্রক থেকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে এই হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়। আই সি পি- আগরতলায় এই পরিষেবা চালু হয়। ২০১৩ সালের ১৭ নভেম্বর এই আই সি পি যাত্রা শুরু করে। এটা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থল বন্দর। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী প্রথম স্থল বন্দর। পরিষেবা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে চেষ্টা চলছিল। তার অঙ্গ হিসাবে এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ থেকে বহু রোগী আসেন। যারা বহিঃরাজ্যে ট্রিটমেন্টের জন্য যান। তাদের কথা মাথায় রেখে পাইলট প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। আগামী দিনে পরিষেবা আরো বৃদ্ধি করা হবে। প্রতিদিন প্রায় ১০০০ মানুষ এই স্থল বন্দর দিয়ে আসেন বলেও জানান তিনি। এতে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

পুত্র ও পুত্রবধূর নির্যাতনে অতিষ্ঠ মহিলা থানার দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ নভেম্বর।। পাষণ্ড পুত্র ও পুত্রবধূর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আইনের দারস্থ হলেন বৃদ্ধ মা। ঘটনা গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালা ১ নং ওয়ার্ডের মুসলিম পাড়ায়।

এলাকার রুকিয়া বেগমের ছেলে মঙ্গল মিয়ার ইশারায় পুত্রবধু হাসিনা খাতুন গত দুই তিন মাস ধরে বৃদ্ধা শাশুড়ি রুকিয়া বেগমের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। মূলত জায়গা বিবাদকে কেন্দ্র করে পুত্রবধূ হাসিনা খাতুন তার বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর এই নির্যাতন চালায়। গত দুই তিন মাসে বেশ কয়েকবার পুত্রবধূর দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন বৃদ্ধা শাশুড়ি বলে অভিযোগ।

শেষ পর্যন্ত মঙ্গল মিয়া এবং পুত্রবধূ হাসিনা খাতুনের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত আকারে মামলা দায়ের করে। নির্যাতিতা বৃদ্ধা মহিলার দাবি পুত্র এবং পুত্রবধূর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার। তবে এই ধরনের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় বইছে। সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে এ ধরনের ঘটনা বলে দাবি তথ্যাভিজ্ঞ মহলের।

বনমালীপুরে জোড়া পুকুর পরিদর্শনে যান মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। পরিত্যাক্ত পুকুরগুলিকে পুনরুদ্ধার করে সৌন্দর্যায়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আগরতলা পুর নিগম। পুকুরের নাব্যতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি পুকুর পাড় বাঁধিয়ে আলোর ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগরতলা পুর নিগম, নগরোন্নোয়ন দপ্তর ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজ চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বুধবার আগরতলা পুর নিগমের ২১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বনমালীপুরের জোড়া পুকুর পরিদর্শনে যান মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন মেয়রের সঙ্গে ছিলেন ২১ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটার অলোক ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রনব সরকার সহ অন্যান্যরা।

পরিদর্শন শেষে মেয়র জানান নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি ছিল নতুন পুর বোর্ড গঠন হওয়ার পর যে সমস্ত সমস্যা গুলি গত ২৫ বছর যাবত দূর করা হয়নি, তা বর্তমান পুর নিগম দূর করতে উদ্যোগ নেবে। সেই মোতাবেক কাজ চলছে। এই পুকুরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ সহসাই শুরু করা হবে বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি আরও বলেন বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট পরিচালিত পুর নিগম উন্নয়নের জন্য যে টাকা খরচ করেনি তা বর্তমান পুর নিগম মাত্র ১০ মাসের মধ্যে ব্যয় করেছে। অর্থের সমস্যা নেই। তবে মানুশকে কিছুটা সময় দিতে হবে বলে জানান তিনি। ১০ বছরে যে কাজ হয়নি তা করছে বিজেপি পরিচালিত পুর নিগম।

বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভভনে জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

অদ্বৈত মল্ল বর্মনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বুধবার রাজধানীর অফিসলেনস্থিত অদ্বৈত অতিথিশালার সামনে তপসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। আবরণ উন্মোচন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রেবতী মোহন দাস। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার পর বিধায়ক রেবতী মোহন দাস সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের জীবনী তুলে ধরেন।

কাঞ্চনমালায় বুথ বিজয় অভিযান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শাসকদল বিজেপি। আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদল বিজেপি নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে রাজ্যর শাসন ব্যবস্থা পুনরায় ফিরে পেতে ঝাঁপিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রয়াস কর্মসূচি সহ রাজ্যজুড়ে প্রতিটি এলাকার প্রতিটি বুথে বুথ বিজয় অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার ৭ দিনব্যাপী এই বুথ বিজয় অভিযানের শেষ দিন। ঠিক একই ভাবে গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালা এলাকায় সাত দিনব্যাপী বুথ বিজয় অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বুথ বিজয় অভিযান কর্মসূচির সপ্তম দিন অর্থাৎ শেষ দিন। সেই উপলক্ষে কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন কমিউনিটি হলে কাঞ্চনমালা এলাকার প্রত্যেকটি বুথের সবকয়টি মোর্চার দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন বিস্তারক তথা সিপাহীজলা জেলার উত্তর অংশের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি শান্ত দেবনাথ মহোদয়, মন্ডল সদস্য অমিয় সরকার, অরচ্যুত রায়, ৩ নং অরুণ জেটলি শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ দোলন সূত্রধর, গোলাঘাটি মন্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিতা দাস সহ দলের অন্যান্য কার্যকর্তারা। এই সাংগঠনিক বৈঠক শেষে বিস্তারক তথা সিপাহীজলা উত্তর জেলা যুব মোর্চার সহসভাপতি শান্ত দেবনাথ সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করে 'বুথে বুথে সংকল্পবদ্ধ হয়ে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দলকে জিতিয়ে বিশ্রাম নিতে এবং নিষ্ঠাবান হয়ে দলের জন্য কাজ করার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

চেলিখলায় বিজেপির যোগদান সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ নভেম্বর।। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিরোধী দলের ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে। জনগণ শাসকদল বিজেপির উন্নয়নের শামিল হতে দলীয় পতাকার তলে আশ্রয় নিচ্ছেন।বুধবার বিশালগড় মন্ডল অন্তর্গত চেলিখলা বাজারে শাসকদল বিজেপির এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সভায় ১৫ পরিবারের ৬৯জন লোক সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন। নবাগত দের দলীয় পতাকা হাতে দিয়ে দলে বরণ করে নেন বিশালগড় মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব তৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মন্ডলের প্রভারী অমল দেবনাথ সহ বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তাগণ। নবাগতদের দলে বরণ করে মন্ডল সভাপতি বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গুলো সাধারণ মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে। এতে জনগণ খুবই খুশি। তাছাড়া বর্তমান সরকারের লক্ষ্যই হল সমাজের অন্তিম ব্যাক্তির কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে সমাজের উন্নয়ন করা। সমাজের উন্নয়ন হলেই,এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।